www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ২৫ ফাল্গুন – ১ চৈত্র, ১৪২৪ ঃ ১০ মার্চ – ১৬ মার্চ, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 20, 10 March - 16 March, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের পরিকাঠামোর অভাবে মেডিকেল কাউন্সিল অফ

ইন্ডিয়ার কোপে পড়ল দেশের ১৪০টির মধ্যে এ রাজ্যের ৬টি মেডিকেল কলেজ। এর মধ্যে কলকাতার ৪টি। যাদবপুরের কেপিসি, বি সি রায় শিশু হাসপাতাল, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও এসএসকেএম পেল স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠন ও আসন বৃদ্ধি।

রবিবার : এ রাজ্যের পর ত্রিপুরাতেও পতন হল সিপিএমের।

২৪ বছরের বাম শাসন আত্মসমর্পণ করল বিজেপির বুদ্ধির কাছে। বিজেপি ও তার সহযোগীরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এল ক্ষমতায়। নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়েও সরকার গড়েছে বিজেপি ও তার জোট সঙ্গীরা।

সোমবার : বাড়ি আছে, পড়ুয়া নেই। বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের

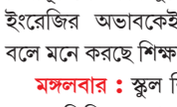

সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে বন্ধের পথে কলকাতা শহরের ৭৫টি স্কুল। সরকার পোষিত এইসব স্কুলে বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ থাকলেও ইংরেজির অভাবকেই মূল কারণ বলে মনে করছে শিক্ষামহল।

মঙ্গলবার : স্কুল শিক্ষায় পাশ–ফেল ফিরিয়ে আনার বিতর্কের

অবসান ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী উপেন্দ্র কুশওরাহা জানিয়ে দিলেন পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ–ফেল ফেরাবার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বুধবার : বাড়িতে মশার লার্ভা মিললে জরিমানা দিতে হবে

এক লাখ। কলকাতা পুরসভার এই ফরমান নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়ার তথ্য চেপে দিতেই এই কৌশল বলে মনে করছেন অনেকে। কারণ জরিমানার ভয়ে তারা অস্বীকার করবেন রোগের কথা।

বৃহস্পতিবার : বিচারপতির খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে আদালতগুলি।

হয়রান হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। অবশেষে আইনজীবীদের কর্মবিরতিতে কিছুটা হলেও ফল মিলল। কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করতে চলেছেন ৩ বিচারপতি। কিন্তু এতো তীব্র দহনে এক ফোঁটা জলের মতো। বলছেন সাধারণ মানুষ।

শুক্রবার : বিপুল খরচের ধাক্কায় সাধারণের চিকিৎসা এখন সমাজে

এক গভীর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ নিয়ে সরকারকে ভাবনা চিন্তা করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। ধারণা এভাবে চলতে থাকলে বেশিরভাগ অংশের মানুষ সুচিকিৎসার সুযোগ হারাবে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

ত্রিপুরায় তোলপাড় দেশ

ওঙ্কার মিত্র

নির্বাচন তো অনেক হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রকে এক্স–রে মেশিনে শুইয়ে দিল ত্রিপুরার এবারের বিধানসভা নির্বাচন। এক্সরে প্লেটে যে ছবি ধুয়ে বেরল তাতে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে এদেশে নির্বাচন আসলে আশীর্বাদ না অভিশাপ। ত্রিপুরার নির্বাচনের ফল ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দলকে সার্চলাইটের তলায় এনে ফেলেছে। বিজেপি গতবারের শূন্য থেকে এবার শিখরে পৌঁছে বুঝিয়ে দিয়েছে নির্বাচন এখন নিছক কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়, একটা 'ম্যাথামেটিকাল গেম'। সারা বছর ধরে অঙ্কবিদ ও বিশেষজ্ঞরা ডাটা অ্যানালিসিস করে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছেন আর সেই পথ ধরে এগোচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। সম্ভবত এই 'গেম'–এই পিছিয়ে পড়েছে কংগ্রেস সহ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি।

এই নির্বাচন এক্সরে পরিস্কার করে দিয়েছে কংগ্রেসের কঙ্কালকেও। নির্বাচনের আগে গরম গরম কিছু প্রেস কনফারেন্স করে ফলের সময় পিঠটান দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি

বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি এখনও অনেক অপরিণত। ব্যর্থতার অভিঘাত সামলাবার ক্ষমতা না থাকলে সাফল্য আসে না। রাজনীতির এই সামান্য পাঠটুকু তাঁকে দেবার মতো একজনও আর অবশিষ্ট নেই কংগ্রেস দলে। প্রথম দু–একদিন দু–চার জন অর্থ ও বল প্রয়োগ নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করলেও কার্তি চিদাম্বরমের কেস যত এগোচ্ছে কংগ্রেস ততই ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে।

সিপিএমের এক্স রে রিপোর্ট তো আরও অসাধারণ। বাম হাড়গোড়ে চারদিকে 'ফ্র্যাকচার আর ক্র্যাক'। এতদিন পশ্চিমবঙ্গের পতনের জন্য সিঙ্গুর–নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলন আর মমতার আন্দোলনকে হ্যান্ডল করতে বুদ্ধবাবুর ব্যর্থতাকে দোষ দেওয়া হত। ত্রিপুরা দেখিয়ে দিয়েছে ভারতীয় গণতন্ত্রে এদেশের বামপন্থীরা কোনও বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারেনি। ধীরে ধীরে আঞ্চলিক দলে পরিণত হওয়া সিপিএম নিজেরাই নানা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। শ্রমিকশ্রেণিকে পথ দেখাবার বদলে এদেশের রাজনীতিতে কোনও রকমে খড়–কুটো ধরে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে ব্যস্ত কমরেডরা। আগামী দিনে এরা সমাজ বদলাতে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন, এ আশা আর অতিবড় সমর্থকও করেন না। ৩৪ বছরের বঙ্গ শাসন হারাবার পর আন্দোলনের মাঠে ময়দানে সিপিএম সহ বামেদের সর্বহারা রূপ ধরা পড়ছে। ত্রিপুরাতেও তাই। চোখের সামনে বুলডোজারের ধাক্কায় নিজেদের আদর্শ পুরুষ ধ্বংস হচ্ছেন দেখেও কোনও বাম নেতার মুখে কোন বাক্যিও সরে নি, প্রতিবাদ আন্দোলন তো দূর অস্ত। এমনও শোনা যাচ্ছে যে ওই বুলডোজারের ড্রাইভার নাকি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ এক বামপন্থী কর্মী। অবস্থা এমনই যে বাম মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বাড়ি গিয়ে বিজেপি নেতারা সমবেদনা জানিয়ে আসছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

নির্জলা হাসপাতালে নরক যন্ত্রণা রোগীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ

গত কয়েকদিন ধরেই বেশ বেড়েছে রোদের তেজ। ফলে বসন্তেই গ্রীষ্মের দাবদাহ অনুভূত হচ্ছে। আর গরম বাড়ার সাথে সাথেই জলকষ্টে ভুগছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মানুষজন। আর এই সমস্যার মধ্যে গোঁদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো অবস্থা হাসপাতালে আগত রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক সকলেরই। গত দু'দিন ধরে হাসপাতালে পানীয় জলের লাইন বন্ধ।হাসপাতাল চত্বরে জেসিবি দিয়ে মাটি কাটার সময় জলের পাইপ লাইন ফেটে গিয়েই এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে। এ বিষয়ে বুধবার থেকে দফায় দফায় জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরে বারে বারে জানিয়েও কোনও ফল হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।পানীয় জলের অভাবে হাসপাতালের সমস্ত কাজকর্মও প্রায় শিকেয় উঠেছে। জলের অভাবে বন্ধ হতে বসেছে অপারেশনের কাজও। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসে গরমে জল

না পেয়ে কার্যত ওষ্ঠাগত প্রাণ সাধারণ মানুষজনদের। নল বাহিত জল ছাড়া একটি গভীর টিউবওয়েল হাসপাতালে থাকলেও বেশ কিছুদিন ধরে সেটিও বিকল। ফলে হাসপাতালের অন্তঃবিভাগে ভর্তি থাকা রোগী হোক বা বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে আসা রোগী কিংবা হাসপাতালের নার্স থেকে শুরু করে চিকিৎসক জলকষ্টে ভুগছেন সকলেই। এ বিষয়ে সমস্যার আপাত সমাধান করতে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বারুইপুর পুরসভা থেকে ২ ট্যাঙ্ক জল এনে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতো পরিমান চাহিদার কাছে এই চেষ্টা খুবই কম। ফলে জলকষ্টে ভুগতে হচ্ছে সকলকেই। এ বিষয়ে হাসপাতাল সুপার অর্ঘ্য চৌধুরী বলেন, জলের অভাবে হাসপাতালের সমস্ত কাজ বন্ধ হতে বসেছে। এমন চলতে থাকলে আগামী দিনে হাসপাতালে কাজ করা মুশকিল হয়ে পড়বে। আমরা বারে বারে সমস্যার কথা পিডবলুডি'কে জানিয়েছি। কিন্তু ওনাদের তরফ থেকে এই সমস্যা সমাধানের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও বিষয়টি জানানো হয়েছে।

আসছে পঞ্চায়েত যুদ্ধ বদলাচ্ছে রাজনৈতিক সমীকরণ

দাঁইহাট পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল

দেবাশিস রায়

পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরবোর্ডে পরিবর্তন এসেছে। সিপিএমের হাত থেকে এখানকার রাজ্যপাট চলে গিয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। ১২ মার্চ নতুন পুরবোর্ডের শপথ গ্রহণ। নবনিযুক্ত পুরচেয়ারম্যান হিসেবে শপথ নেবেন শিশির মণ্ডল। তবে, এবারে ভাইসচেয়ারম্যান পদে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। বিগত সিপিএম পরিচালিত পুরবোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার রায় নতুন পুরবোর্ডেও স্বপদে বহাল থাকছেন। ৫ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানে দলীয় সভায় রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানা গেছে।

মাসখানেক দাঁইহাট পুরসভার সিপিএমের চারজন কাউন্সিলর অর্থাৎ ৬ নং ওয়ার্ডের গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ নং ওয়ার্ডের সুজাতা বিশ্বাস, ১১

প্রদীপ কুমার রায়

শিশির মন্ডল

নং ওয়ার্ডের মামনি মাঝি ও ১৩ নং ওয়ার্ডের ধনঞ্জয় মণ্ডল দলবদল করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদীপ কুমার রায় তৃণমূল কংগ্রেসে শামিল হয়েছেন। ২০১৫ সালে পুরনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ১৪টি ওয়ার্ডের এই পুরসভায় মাত্র ৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। বিজেপি এবং কংগ্রেস একটি করে আসনে জয়ী হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য কংগ্রেস কাউন্সিলর অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলে যোগ দেন। সিপিএম ৯টি আসনে জয়লাভের সুবাদে পুরবোর্ড গঠন করেছিল। সেই পুরবোর্ডে দ্বিতীয়বারের জন্য পুরচেয়ারম্যানের পদে বসেন বিদ্যুৎবরণ ভক্ত এবং ভাইসচেয়ারম্যান হন প্রদীপ কুমার রায়। বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হন শিশির মণ্ডল। এবার দল বদলের ফলে তৃণমূলের কাউন্সিলর সংখ্যা হল মোট নয়জন। আড়াই বছরের ব্যবধানে পুরবোর্ডের পরিবর্তন আগামী আড়াই বছরের মধ্যে উন্নয়নের মোড়কে কতটা মুড়ে দাঁইহাটকে বদলে দিতে পারবে তা সময় বলে দেবে। দীর্ঘদিনের অবহেলিত, বঞ্চিত, অনুন্নত ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পুরশহর দাঁইহাটের আদৌ কতটা উন্নয়ন হতে পারে তার এখনই বিশ্লেষণে না গিয়ে এখন দেখে নেওয়া যাক নতুন পুরবোর্ড যাঁদের নিয়ে গড়ে উঠছে তাঁদের বিগতদিনের রাজনৈতিক রেকর্ডটা।

চেয়ারম্যান পদে বসতে চলা শিশির মণ্ডল সর্বপ্রথম তৃণমূলের প্রার্থীরূপে ২০০০ সালে পুরনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের প্রার্থী হলেও জিততে পারেননি। তারপর তৃণমূলে ফিরে এসে শেষমেশ জয়ী হন। প্রদীপকুমার রায় দু'বার ভাইসচেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভোট ঘোষণার আগেই দেওয়াল লিখন

কুনাল মালিক: গত রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ফলতা বিধানসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এলাকার বিধায়ক তমোনাশ ঘোষের দেহরক্ষীসহ তাঁর অনুগতরা তৃণমূলের যুব সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর খানের লোকজনের হাতে লাঞ্ছিত হলেন।

সূত্রের খবর, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি জাহাঙ্গীর খান অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদে 'প্যারালাল সংগঠন' করে মাদার তৃণমূলকে টেক্কা দিতে থাকে। এমনকি তার জন্য সরকারি দেহরক্ষীরও ব্যবস্থা করা হয়। পঞ্চায়েত ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হওয়া সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর খানের অনুগতরা প্রার্থী ঠিক করে দেওয়াল লিখনও শুরু করে দেয়।

বিষয়টি তমোনাশ ঘোষের অনুগতরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে, গত রবিবার একটি সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সেখানেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক বচসা ও ধস্তাধস্তি হয়। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানেও যায়। নেত্রী ওই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। জাহাঙ্গীর খানের দেহরক্ষী তুলে নেওয়া হয়েছে। দল থেকে তাকে সতর্কও করা হয়েছে। তবে সূত্রের খবর ফলতা এলাকায় ওই ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা আছে। যদিও ফলতার তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

প্রসঙ্গত, পঞ্চায়েত ভোট যত এগিয়ে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে গোষ্ঠীকোন্দল বাড়ছে। জেলার ভাঙড়, বাসন্তী, গোসাবা, কুলপি, মহেশতলা, ডায়মন্ড হারবার ব্লকে এই প্রবণতা বেশি। সূত্রের খবর বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলের টিকিট পেতে ব্যর্থ হলে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীরা তলে তলে বিজেপিকে মদত দিতে পারে। জেলা নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই ব্লক স্তরের নেতাদের এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলকে কেন্দ্র করে ফের সংঘর্ষ বাসন্তীতে। ঘটনায় জখম উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন। আহতদের স্থানীয় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। বাসন্তী থানার আমঝারা ও শিমুলতলা মোড়ের ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছায়া। অবস্থা সামাল দিতে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে লাঠি চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উভয় পক্ষের মোট ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে ঘটনার সুত্রপাত বাসন্তীর আমঝাড়া মোড়ে। অভিযোগ সেখানে যুব তৃণমূল কর্মীদেরকে মারধর করে তৃণমূল কর্মীরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। কিছুক্ষণ বাদেই ঘটনার রেশ আছড়ে পরে শিমুলতলা মোড়ে।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাচারের কবলে বিরল প্রাণীকুল

পাচারের আগে বিরল প্রজাতির বাঘরোল –নিজস্ব চিত্র

পার্থ ঘোষ

সীমান্তবর্তী জেলা হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনা সর্বদাই খবরের শিরোনামে। জেলার দুই সীমান্ত যথা ঘোজাডাঙা ও পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে আকছার পারাপার হচ্ছে গবাদি পশু সহ নানা প্রকার প্রাণী। সেই সকল প্রাণীগুলির পারাপারের নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বনও সাধারণ মানুষের চোখ কপালে তুলে দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে মাছ, মাংস, গবাদি পশু পারাপারের পাশাপাশি জাল আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড সহ দুষ্কৃতীরাও বেমালুম প্রবেশ করছে ভারত ভূখণ্ডে। ভারতীয় সীমানায় নানাপ্রকার দুর্বৃত্তায়ন ঘটিয়ে ফিরে যাচ্ছে সীমানার ওপারে। গবাদি পশুর পাশাপাশি কিছুদিন আগেও বনদফতরের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছিল সাপের বিষ, যা কিনা বিদেশে রপ্তানির জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বেশ কিছুদিন আগেও নম্বারবিহীন গাড়ি পাচারচক্রের সন্ধানও পাওয়া যায় জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায়। শুধু তাই নয়, বিএসএফের তৎপরতায় বেশ কয়েকবার সোনার বিস্কুটও বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধরা হয় ফিরোজ মহম্মদ খান নামে একজনকে। নানা সময় তল্লাশি চালিয়ে প্রায়শই মেলে ভারত বা বাংলাদেশের টাকা, মোবাইল ফোন প্রভৃতি। জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বন করে পাচারকারীরা তাদের কাজ উদ্ধার করতে চাইছে। রবিবার এমনই এক বিরল প্রজাতির প্রাণী পাচার চক্রের সন্ধান পেল জেলা পুলিশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

ছাইয়ে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

অভীক মিত্র : ছাই উড়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো ৬০নং জাতীয় সড়ক। বন্ধ হয়ে গেল যান চলাচল। প্রতিবাদে ৫ মার্চ সোমবার সকাল থেকে সদাইপুর থানার পানুড়িয়ার কাছে ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল মল্লিকপুর, মুড়োমাঠ, রাইপুর, পানুড়িয়া সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। ৬০নং জাতীয় সড়কে সৃষ্টি হয় যানজটের। বেকায়দায় পড়ে পথচলতি সাধারণ মানুষজন। বাম সরকারের আমলে তৈরি হয়েছিল বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বর্তমানে পাচঁটি ইউনিট। দ্বিতীয় ছাইপুকুর তৈরির কাজ চলছে। দিনকয়েক আগে থেকে ঝলাস বইছে বীরভূম জেলায়। কয়েকদিন ধরেই পানুড়িয়া ছাইপুকুর থেকে উড়ে আসা ছাইয়ে ঢেকে যাচ্ছে আশেপাশের এলাকার আকাশ। দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে। রাস্তায় চলাচল করতে অসুবিধা হচ্ছে। আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দাদের বাড়িতে ঢুকে যাচ্ছে এই ছাই বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সোমবার দুপুর বারোটা নাগাদ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, জোরে হাওয়া দিলে ছাই উড়ে ঢেকে যাচ্ছে আশেপাশের আকাশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির দাবি: ঘটবে নিঃশব্দ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোট দোরগোড়ায়। ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপির জয়জয়কার এ রাজ্যে বিজেপিকে নতুন করে অক্সিজেন জুগিয়েছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন এখন তার মূল প্রতিপক্ষ বিজেপিই। তাই তিনি বিধানসভাতেই মন্তব্য করেছেন, 'ওখানে সিপিএম জিতলেই ভালো হতো'। মমতা এখন যেন সিপিএম–কে সাহস জোগাতে চাইছেন। যা দেখে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছেন ''এতো দেখছি ঘোর কলি, কাস্তে হাতুড়ি জোড়াফুলেও এখন কোলাকুলি।''

তবে সূত্রের খবর, মমতা ইদানিং যে সমস্ত কথা সিপিএম সম্পর্কে বলছেন তাতে করে বিজেপিই উপকৃত হচ্ছে। তৃণমূল বিরোধীরা এখন দলে দলে বিজেপির সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ শুরু করেছে। তবে প্রকাশ্যে অনেকেই বিজেপি করতে চাইছে না। সম্প্রতি কলকাতার কেওড়াতলা এবং যাদবপুরে বিজেপিকর্মীরা পুলিশের সামনেই মার খেয়েছে দুষ্কৃতীদের দ্বারা, এই বিষয়টিকে বিজেপি রাজনৈতিক ইস্যু করে রাজপথে নেমেছে। আগামী ২৫ মার্চ রামনবমীর দিন রাজ্য জুড়ে বিজেপি নানা মিছিল মিটিংয়ের কর্মসূচি নিয়েছে। তৃণমূলও রামকে নিয়ে মাঠে নামছে বলে সূত্রের খবর। ওই দিন রাজ্যে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে বলে সূত্রের খবর। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিজেপির এক নেতা জানান, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমরা প্রতিটি স্তরেই প্রার্থী দেব। তবে অনেকে হয়তো প্রকাশ্যে বিজেপি করবে না তৃণমূলের ভয়ে, তবে ব্যালট বাক্সে নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটবে এবার।

জেলা তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা জানান, বিজেপি যতই লাফালাফি করুক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা উন্নয়ন করেছেন মানুষ এমনিই তৃণমূলকে সর্বস্তরে জেতাবে। পশ্চিমবাংলায় বিজেপির কোনও ঠাঁই হবে না।

তাসের ঘর সাজানোর পালা চলছে অর্থবাজারে, লগ্নিতে নয়া দিশার সন্ধান

পার্থসারথি গুহ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ।

অর্থনীতি

তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮–র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা।

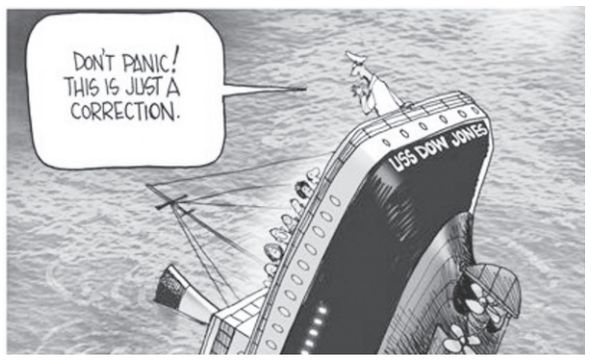

ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। এই মতের শরিক হয়েছিলেন উদয় কোটাকের মতো বড় মাপের ব্যবসায়ীও। তাঁর মতে এবার নিশ্চিতভাবে কারেকশনের বৃত্তে প্রবেশ করবে শেয়ার বাজার। বিশেষ করে এতটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিচ্ছেন তিনি।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব । তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোণা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছে।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

কলকাতা পুলিশে সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুলিশের অধীনস্থ বিভিন্ন ইউনিটে ৭৫ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ করা হবে। প্রথমে ২ সপ্তাহের ট্রেনিং। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : FRC/Recruit/04/2018. মহিলারাও আবেদন করতে পারেন।

ইউনিট অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : ইস্টার্ন সুবার্বান ডিভিশন : ১০টি। সাউথ–ইস্ট ডিভিশন : ১৫টি। সাউথ ডিভিশন : ২৫টি। স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স : ১৫টি। জয়েন্ট সি পি (ই), কলকাতা পুলিশ ডাইরেক্টরেট : ১০টি।

দরকাস্ত করা যাবে যে কোনও একটি ইউনিটের নির্দিষ্ট শূন্যপদের জন্য।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। এন সি সি ক্যাডেট বা বয় স্কাউট বা এনএসএস গাইড বা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার সার্টিফিকেট থাকলে অগ্রাধিকার। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা থানা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তবে, কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দফতরে এই নিয়োগকে স্থায়ী চাকরি বলে দাবি করতে পারবেন না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে।

কাজের খবর

দরখাস্তের বয়ান পদের এই ওয়েবসাইটে : www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে প্রিন্ট করিয়ে নেবেন। এছাড়াও দরখাস্তের বয়ান সংগ্রহ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট ইউনিট থেকে। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : APPLICATION FOR THE POST OF CIVIC VOLUNTEER. দরখাস্ত ১৩ মার্চ বিকেল ৫টার মধ্যে যে–ইউনিটের শূন্যপদে আবেদন করছেন, সেই ইউনিটের নির্দিষ্ট ঠিকানায় রাখা ড্রপবক্সে সরাসরি জমা দিতে হবে।

ইউনিট অফিসের ঠিকানা : ইস্টার্ন সুবার্বান ডিভিশন : Deputy Commissioner of Police, Eastern Suburban Division, 105, Hem Chandra Naskar Road, Kolkata–700 010. সাউথ–ইস্ট ডিভিশন : Duputy Commissioner of Police, South East Division, 2, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata 700 017. সাউথ ডিভিশন : Deputy Commissioner of Police, South Division, 34 Park Street, Kolkata–700 016. স্পেশাল টাস্ক ফোর্স : Deputy Commissioner of Police, Special Task Force, 18, Lalbazar Street, Kolkata–700 001. জয়েন্ট সি পি (ই), কলকাতা পুলিশ ডাইরেক্টরেট : Joint Commissioner of Police (Establishment), 18, Lalbazar Street, Kolkata 700 001.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা ২৩ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্যাটারিং টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা 'জেহোম–২০১৮' আয়োজিত হবে ২৩ জুন (শনিবার)। পরীক্ষাটি পরিচালনা করবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুসারে আসনসংখ্যা : এনএসএইচএম স্কুল অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট : ১২০টি। গুরু নানক ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট : ৬০টি। শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি : ৪০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। বয়স : ৩১–১২–২০১৮ তারিখে ১৭ বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাস করা হবে 'জেহোম–২০১৮' প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় মাল্টিপল চয়েস ধরনের প্রশ্ন হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), জেনারেল নলেজ (৩০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (২০ নম্বর) এবং এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (২০ নম্বর) বিষয়ে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। পরীক্ষা সকাল ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত।

পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি। আবেদনের সময় প্রার্থীর পছন্দের যে–কোনও দু'টি কেন্দ্রের উলেকলখ করতে হবে। ১৪ জুন (সম্ভাব্য) থেকে পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.wbjeeb.in

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbjeeb.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন আবেদন করা যাবে ১৩ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল পর্যন্ত। অনলাইন আবেদনের সময় প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন আবেদনের সময় জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে প্রার্থীর স্ক্যান করা রঙিন ফটো (১০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (৩ থেকে ৩০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদন পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (ব্যাঙ্ক চার্জ অতিরিক্ত)। ফি জমা দেওয়া যাবে অনলাইনে নেট ব্যাঙ্কিং বা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর কনফার্মেশন পেজের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। কনফার্মেশন পেজ ডাউনলোড করার শেষ তারিখ ৫ এপ্রিল। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট অথবা যোগাযোগ করতে পারেন এই ঠিকানায় : ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশনস বোর্ড, এ কিউ–১৩/১, সেক্টর ফাইভ, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা ৭০০ ০৯১।

রেলে ৯০ হাজার

আবেদনের সময়সীমা বেড়ে ৩১ মার্চ আগে যাঁরা আবেদন করেছেন তাঁরা আর আবেদন করবেন না

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের প্রায় ৯০ হাজার শূন্যপদে আবেদনের সময়সীমা বাড়ল। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, টেকনিশিয়ান ও গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ান (পূর্বতন গ্রুপ 'ডি') পদে অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

মূল বিজ্ঞপ্তি জারির পরে সবক'টি পদের ক্ষেত্রেই বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ২ বছর বৃদ্ধি এবং গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ানের পদগুলির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল হওয়ার কারণে আগে আবেদন করতে পারেননি, এরকম বহু প্রার্থী উপরোক্ত তিন পদে আবেদন করবেন। তাঁদের দরখাস্ত করার জন্য সময় দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

মূল বিজ্ঞপ্তি অনুসারে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট ও টেকনিশিয়ান পদে অনলাইন দরখাস্তের সময়সীমা ছিল ৫ মার্চ। গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ান তথা পূর্বতন গ্রুপ 'ডি' পদগুলিতে আবেদনের শেষ দিন ছিল ১২ মার্চ। রেলের তরফে দুটি সংশোধনী প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, সবক'টি পদেই অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

সব পদের ক্ষেত্রেই অনলাইনে ফি জমা দেওয়া যাবে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। চালানের মাধ্যমে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় ফি জমা দিতে হবে ২৮ মার্চের মধ্যে। পোস্ট অফিস চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৭ মার্চ।

প্রসঙ্গত, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন পরে রেলের পক্ষ থেকে কোনও পদের ক্ষেত্রেই নতুন করে ফের দরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। গ্রুপ 'সি' লেভেল ওয়ান পদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বদল ঘোষণার আগেই যারা মাধ্যমিক যোগ্যতায় এই পদে দরখাস্ত করেছেন তাঁরা লেভেল ওয়ানের পাঁচটি ক্যাটেগরির পদ থেকে পছন্দের অপশন দিতে পেরেছিলেন। এখন একই যোগ্যতায় অন্য ক্যাটেগরির পদের অপশন দেওয়া যাচ্ছে। যাঁরা আগে দরখাস্ত করেছেন, তাঁরাও অন্যান্য পদের জন্য বিবেচিত হবেন বলে ধরে নেওয়া য। অন্যথায় রেলের পক্ষ থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা বদলের আগে যাঁরা মাধ্যমিক যোগ্যতায় আবেদন করেছেন, তাঁদের নতুন করে দরখাস্ত করার নির্দেশ দেওয়া হতো। উল্লেখ্য, একই গ্রুপের পদে একটিই দরখাস্ত করা যাবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

রাজ্যে শীঘ্রই বিপুল সংখ্যক নার্স নিয়োগের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের ভিন্ন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও অভাব রয়েছে প্রশিক্ষিত নার্স ও ডাক্তারদের। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এই ঘাটতি খুবই বেশি। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকের অভাব খানিকটা পূরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত প্রায় ১০,০০০ নার্সকে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে পাঠানো হবে জেলার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই নার্সদের নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যপ্রকল্পে 'কমিউনিটি হেলথ অফিসার' পদে। প্রথম দফায় নিখরচায় ২৫০ জন সরকারি নার্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। নিয়োগ করা হবে রাজ্যের বীরভূম, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিম বর্ধমান এবং হাওড়ার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। 'কমিউনিটি হেলথ ফর নার্সেস' নামে ৬ মাসের এই প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনির্ভাসিটি।

এদিকে, এখনই রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে কয়েক হাজার নার্সের অভাব রয়েছে। এরপর সরকারি নার্সরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার (সিএইচও) পদে কাজে যোগ দিলে নার্সের বিপুল ঘাটতি দেখা দেবে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে খুব শীঘ্রই রাজ্যে বেশ কয়েক হাজার নার্স নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যের মন্ত্রী গোষ্ঠীর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে খবর, উল্লেখ্য, এরাজ্যে নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়ার ভার রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওপর।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১০ মার্চ – ১৬ মার্চ, ২০১৮

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

শব্দবার্তা ৬৯

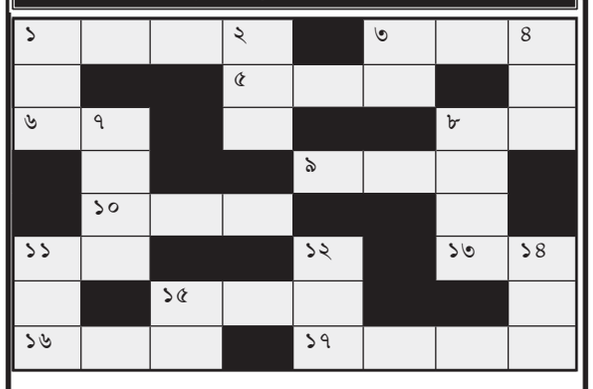

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। জনসাধারণ ৩। ভারত সরকারের দেওয়া খেতাব ৫। কাজের চাপ ৬। ইঙ্গ 'পান্থনিবাস' ৮। প্রহার ৯। '— পাবন সীতারাম ১০। নোংরা, কদর্য, নীচ ১১। বেশি নয় ১৩। পৃথিবী ১৫। আশাভঙ্গ হওয়ার জন্য খেদ ১৬। একটি ডাল ১৭। রাজা শালিবাহন।

উপর–নীচ

১। আঁশহীন ছোট মাছ ২। গোলগাল, সুপুষ্ট ৩। মাংস ৪। কারাগার, হাজত ৭। মক্কার পবিত্র কূপ ৮। মোড়ল ১১। মাছেরও আছে, গোলাপেও ১২। একাদশ–এর পর ১৪। সহিতের ভাব ১৫। ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৬৮

পাশাপাশি : ১। বিষয় বাসনা ৫। লঙ্গর ৭। বদনাম ৯। কবুতর ১১। কবিরা ১৩। আসনগ্রহণ।

উপর–নীচ : ২। ষড়ঙ্গ ৩। সংস্রব ৪। ভোলা ময়রা ৫। লঘুকরণ ৬। রঞ্জিত ৮। দর্শক ১০। রসাভাস ১২। বিবাহ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

বারুইপুর আদালতে আইনজীবীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর কোর্টে নথি পোড়ানোর বিচার না পাওয়ায় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি না পাওয়ার জন্য আজ বৃস্পতিবার কোর্টের প্রধান গেট বন্ধ করে দিয়ে আইনজীবীদের কর্মবিরতি হোল । সাকাল ১১ থেকে কোর্টের প্রধান গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ কোনো থানার আসামি গাড়িগুলি ঢুকতে দেওয়া হোল না। গত ৩ ফেব্রুয়ারি মহামান্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নির্দেশে তদন্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো বারুইপুর এসডিপিও–কে। শুধু তাই নয় বারুইপুর আদালতের জজ সাহেব তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হবার কথা তারা বহাল তবিয়তে কাজ করে চলেছে। তদন্ত এগোলো না। কোর্টের স্টাফরা গত ৫,৬ তারিকে পেন ডাউন করেন কোনো নোটিশ না দিয়ে। যারা ১৫০০ রেকর্ড পোড়ালো তাদের বদলি অথবা শাস্তি হোল না । আইনজীবীদের বক্তব্য অবিলম্বে তাদের শাস্তি চাই। যে সব নথি পোড়ানো হোল তার পুনরায় নতুন ভাবে রেকর্ড করতে হবে।

কাউন্সিলরকে হেনস্থা করায় গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গড়িয়া স্টেশনে এক বিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলরকে হেনস্থার অভিযোগ উঠলো বাড়ির মালিক স্ত্রী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে। গড়িয়া স্টেশনে শ্রীনগরে বাস স্ট্যান্ডের পাশেই গত ২৫ বছর ধরে এক প্রাসাদতম বসত বাড়িতে অনুষ্ঠানের জন্য ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। বাড়িটির নাম গোবিন্দ নিবাস। এলাকায় ব্যাপক ভাবে পরিচিত এই নিবাসটি। বাড়ির মালিক গোবিন্দ দত্ত। রাজপুর– সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ডাঃ পল্লব দাস নোটিশ দিয়ে ডেকেছিলেন গোবিন্দ বাবুকে ভবনটিকে কমার্শিয়াল করার জন্য। কারণ বসবাসের বাড়িটি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাবসার কাজে লাগানো যায় না। যার ফলে একটি ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজন এবং কমার্শিয়াল ট্যাক্স দিতে হয়। বহু বছর ধরে ব্যাবসার কাজে লাগানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ট্যাক্স বাকি পরে যায়। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানের পর যে সব জঞ্জাল জমা হয় তার একটি নূন্যতম টাকা দিয়ে সাফাই করাতে হয়। গোবিন্দ বাবু এসবের ভ্রুক্ষেপ না করেই বিয়ে বাড়ি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য বছরের পর বছর ধরে ভাড়া দিতে থাকেন। এরপর পুরসভা থেকে বন্ধ করে দেওয়ার নোটিশ জারি করা হয়। এর পরেও তিনি বিয়ে বাড়ি ভাড়া দিয়েছেন।

গড়িয়া

সেদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন বালিয়া ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পাপিয়া হালদার একা গিয়ে বন্ধ করার কথা বলতেই তাকে গোবিন্দবাবুর স্ত্রী মালবিকা দত্ত ও দুই কন্যা দেবরূপা ও রাজরূপা তেড়ে গিয়ে গায়ে ধাক্কা দেয়। সোনারপুর থানায় এফআইআর হয়। পুলিশ গ্রেপ্তার করে গোবিন্দ দত্ত, স্ত্রী মালবিকা দত্ত ও কন্যা দেবরূপা দত্ত রাজরুপা দত্তকে। বারুইপুর আদালতে তোলা হলে আদালত ৩দিনের জেল হেফজতের নির্দেশ দেয়'। সোনারপুর থানার পুলিশ নিবাসটিকে সিল করে দেয়।

বুদ্ধিবলে পাচারকারীর থেকে রক্ষা নাবালিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় নারীপাচারকারীরা যে কত সক্রিয় তা সকলেরই জানা। রবিবার ক্যানিংয়ে মিঠাখালির বাড়ি থেকে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী রুকসানা লস্কর বাবার হাত ধরে বেরিয়ে ছিল আত্মীয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য।রবিবার সকাল দশটা নাগাদ রুকসানার বাবা আজিজুল লস্কর মেয়েকে ক্যানিং স্টেশনে ট্রেনের মধ্যে বসিয়ে রেখে টিকিট কাটতে যান। ইতিমধ্যে ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেলে ট্রেন ছেড়ে দেয়। ছোট্ট রুকসান তার বাবা কে দেখতে না পেয়ে ট্রেন থেকে নেমে যায় ক্যানিং স্টেশনে। আজিজুল টিকিট কেটে ছুটে ট্রেনে উঠে পড়ে।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় বাবা মেয়ের।রুকসানা স্টেশনে নেমে পড়লে হঠাৎ তাকে তার বাবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে রুকসানার হাত

ধরে টানতে থাকে।ভয়ে কিছু বুঝে ওঠার আগেই অপরিচিত ওই ব্যক্তির হাত ছাড়িয়ে রুকসানা সোজা চলে যায় ক্যানিং স্টেশনের কর্তব্যরত আরপিএফ এর কাছে। ঘটনার কথা খুলে বললে কর্তব্যরত রেলপুলিশ দেবজিত চক্রবর্তী ও মোঃ মনুয়ার আলি রুকসানাকে নিয়ে ক্যানিং স্টেশনে খোঁজ করেন অপরিচিত ব্যাক্তির।তাকে না পাওয়া গেলে ক্যানিংয়ের স্টেশন মাস্টার ইরফান আহমেদের কাছে নিয়ে গিয়ে নাবালিকার বাড়িতে যোগাযোগ করেন। অন্য দিকে ক্যানিং থেকে সোনারপুর পর্যন্ত মেয়ের খোঁজ না পাওয়ায় হতাশায় মুষড়ে পড়ে রুকসানার পরিবারের লোকজন।

হঠাৎ রেল পুলিশের ফোন পেয়ে নাবালিকার বাড়ির লোকজন ক্যানিং স্টেশন মাস্টারের ঘরে হাজির হন। আতঙ্কিত পরিবারের লোকজন রুকসানাকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেন। রেল পুলিশ জানিয়েছে ছোট মেয়েটির নিজের বুদ্ধির জন্য বাবা–মায়ের কাছে ফিরে গেছে।এতে সত্যিই ওর বুদ্ধির প্রশংসা করার মতো।

জলে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম কর্ণ মণ্ডল(২৬)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদিতে। গত সোমবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই যুবক। বুধবার সকালে বাড়ির পুকুরেই তার মৃতদেহ ভেসে উঠতে দেখেন পরিবারের লোকেরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পেশায় রিক্সাচালক কর্ণ প্রচুর নেশা করতো। প্রায় দিন কলকাতা থেকে রিক্সা চালিয়ে নেশা করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরতেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে ফিরতেনও না।সোমবার রাতেও তার বাড়ি ফেরার কথা থাকলেও সে ফেরেনি। দুদিন ধরে পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি করলেও খোঁজ মেলেনি ওই যুবকের। অবশেষে বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে স্নান করতে নামলে তাদের পায়ের আঘাতে ভেসে ওঠে ওই যুবকের দেহ।

পরিবারের লোকেদের অনুমান নেশা করে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে পুকুরে পা ধুতে গিয়ে কোনওভাবে পুকুরে পড়ে যান এবং নেশাগ্রস্থ থাকায় আর উঠতে পারেনি তিনি।বুধবার সকালে দেহ উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

কুলতলী তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বাসন্তীর রাজনীতির সামান্য আঁচ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে কুলতলিতে। গুলিগালা না চললেও নীরবে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। কুলতলির বেশ কিছু জায়গায় মূল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ঝামেলা চলছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার যুব সভাপতি ও বিধায়ক শওকত মোল্লার কাছের মানুষ গণেশ মন্ডল। দুবছর হল সিপিএম থেকে আসা গণেশবাবু কুলতলি ব্লকের তৃণমূলের যুব সভাপতি হয়েছেন। সেই থেকে শুরু হয়েছে মূল তৃণমুলকে হেনস্থা করার অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে। বর্তমানে কুলতলির ব্লকের মূল তৃণমুল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল মাঝি। কিছুদিন আগে গোসাবার তৃণমূলের বিধায়ক জয়ন্ত নস্করের দলের সঙ্গে শওকত মোল্লার দলের গুলি ও বোমার লড়াই চলেছিলো বাসন্তীতে। তারই ছোঁয়ায় গণেশ দাদাগিরি করে কুলতলির মতো শান্তিপূর্ণ জায়গাকে তছনচ করে দিতে চাইছে। এটাই স্থানীয় মানুষের বক্তব্য। শুধু তাই নয় গণেশ মন্ডলের দলের লোকেরা বলছে পিসির (মমতা বন্দোপাধ্যায়) জমানা শেষ। এবার ভাইপোর (অভিষেক বন্দোপাধ্যায়) জমানা শুরু। প্রশ্ন হল গণেশবাবুর এই ঔদ্ধত্য কেন? একটাই কারণ গণেশের পিছনে রয়েছে শওকত। কোথায় কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে? কুলতলির দেউলবাড়ি, জালাবেড়িয়ায় জমি সংক্রান্ত গণ্ডগোল, মেরিগঞ্জ, কেল্লায় গুলি চালানোর ঘটনায় এক সিভিক পুলিশ ডান কনুইতে গুলির আঘাতে ঘায়েল হয়ে এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গণেশ কুলতলিতে আসার পর থেকে রাজনৈতিক বিরোধ চলছে ক্রমাগত। কিন্তু কেন এই রাজনৈতিক বিরোধ? স্থানীয়দের বক্তব্য গণেশের দল তোলা তুলছে কুলতলির ইট ভাটা, মাছের ভেড়ি, বালি খাদান, থেকে। এর সঙ্গে পঞ্চায়েতের টাকা লুঠ করা হচ্ছে। প্রতিটি জায়গায় থাবা বসাচ্ছে। শুধু তাই নয় গোপনে বিজেপি ও সিপিএমদের সঙ্গে আঁতাত রেখে চলছে গোপাল। কুলতলীতে খুন হয় ইয়াদ আলী গাজী (কুন্দোখালী গোদাবর অঞ্চলের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি), প্রবীণ ব্যক্তি ভরত নস্কর (সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য), দিলীপ সর্দার (কুন্দোখালীর গোদাবর অঞ্চলের মূল তৃণমূল কংগ্রসের সভাপতি)। দিলীপ সর্দারের গুলির ঘটনায় প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত মহিসিন সর্দার। যাকে দলে নিতে বারণ করেছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও মন্ত্রী এবং মেয়র শোভন চট্টপাধ্যায়। তা সত্ত্বেও তোয়াক্কা না করে তাকে নিয়ে গণেশ ঘোরাঘুরি করছে বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। সূত্রের খবর – গণেশবাবু নিজস্ব সরকারি সিকিউরিটি পাওয়া সত্বেও ১০–১২ জন কুখ্যাত ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে এলাকায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের বক্তব্য বিএল আরও অফিসে জমির লড়াই চলছে। কি রকম? জমি দখলের লড়াই, মূল তৃণমূল চাইছে জমির রেকর্ড করতে হবে। আবার যুব তৃণমূলের বক্তব্য, রেকর্ড কাটাতে হবে। গোপালবাবু কোথাও অন্যের জন্য ঘর তৈরি করছে। আবার গণেশ গিয়ে সেই ঘর ভেঙে দিচ্ছে। সুতরাং বিরোধী রাজনৈতিক দলের বক্তব্য তৃণমূলের গোষ্ঠী বিবাদের জেরে এইসব ঘটনা ঘটছে। এই গোষ্ঠী বিবাদের জেরে কুলতলিতে বিজেপি জায়গা পেতে শুরু করেছে। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য কুলতলিতে মূল তৃণমূলের জনসভায় গোপাল মাঝির ডাকে ৭–৮ হাজার মানুষের জমায়েত হয়। কিন্তু গণেশের জনসভায় অনেক কষ্ট করে লোকদের ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয়। কুলতলির মানুষ গোপালের দিকে পাল্লা ভারী বলেই মনে করছে। কারণ বহু দিন ধরে গোপাল মাঝি দলের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে দলের সংগঠন তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। এইজন্যই কুলতলির সর্বত্র গোপালমাঝির সুনাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

কাটোয়ায় মহিলা তৃণমূলের সভা থেকে রাজ্যে বিজেপি বধের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া থেকে ত্রিপুরা। গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা পেরিয়ে হাজার খানেক মাইল দূরে এই দু'প্রান্তের রাজনৈতিক ছবিটাই শনিবার ঠারে ঠোরে বুঝিয়ে দিল পশ্চিমবঙ্গেও লড়াই আসন্ন। অমিত–মোদি জুটির টিমের প্রবল ধাক্কায় ত্রিপুরায় ধরাশায়ী আড়াই দশকের বামফ্রন্ট সরকার। বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন ত্রিপুরায় যখন বিজেপির গেরুয়া ঝড় বইছে তখন মা–মাটি–মানুষের–সরকার–এর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কপালে যে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ একথা দলের নেতা নেত্রীদের কথাতেই মালুম হচ্ছে। আর সেই কারণেই আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্রই বিজেপিকে পরাস্ত করার জোরদার বার্তা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের। একই বার্তা উঠে এল কাটোয়া ২ নং ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মেলন থেকে। ৩ মার্চ এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাখালতো হাইস্কুল ময়দানে। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা প্রদেশ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যের অপর মন্ত্রী তথা

পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি স্বপন দেবনাথ, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা নেত্রী চন্দনা মাঝি প্রমুখ। এদিন একদিকে সম্মেলনে আগত কর্মীদের অনেকেরই মুখে মুখে বিজেপির ত্রিপুরা জয়ের খবর যখন ফিরছে ঠিক সেই সময়ই দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তৃণমূল নেতা–নেত্রীর কণ্ঠে রাজ্যে বিজেপি বধের জোরালো ডাক। সেইসঙ্গে দলীয় কর্মীদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানাবিধ জনমুখী প্রকল্পের কথা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে জনমত গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে গেলেন তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। বিভিন্ন সভা, সমাবেশ থেকে তৃণমূল নেতৃবৃন্দ যেভাবে বিজেপির বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন তাতেই এটা স্পষ্ট যে এরাজ্যে প্রধান প্রতিপক্ষ সিপিএম বা বামফ্রন্ট নয়। সেই জায়গায় বিজেপির বিরুদ্ধে আগামীতে তৃণমূলের লড়াই। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২০১১ সালেই রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়েছে বামফ্রন্ট। এবার আড়াই দশক পর ত্রিপুরা থেকেও একইভাবে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমকে রাজ্যপাট হারাতে হল। আর কংগ্রেসতো বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা হারাতে বসেছে। পশ্চিমবঙ্গে যদিওবা টিম টিম করে জ্বলছে কিন্তু, ত্রিপুরাতে এবারের নির্বাচনে একটা আসনেও কংগ্রেস জিততে পারল না। যেকারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও আর সিপিএম এবং কংগ্রেসকে নিয়ে অতটা চিন্তা নেই। বর্তমানে তাঁর শয়নে–স্বপনে বিজেপির বাড়বাড়ন্তই মাথাব্যথার প্রধান কারণ। আর এটা বুঝতে পেরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিরপীড়া আরও বাড়িয়ে তুলতে সচেষ্ট বিজেপির কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্ব। ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্ব পাড়ায় পাড়ায় মিটিং মিছিল করে জনমত গঠনের চেষ্টা করছে। এমনকি, ত্রিপুরা জয়ের পর থেকেই বিভিন্ন মহল্লায় বিজয় মিছিল বের করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন বিজেপির কর্মীরা। বিজেপির উল্লসিত কর্মীদের দাবি, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনটা তাঁদের কাছে কোয়ার্টার ফাইনাল, ২০১৮ সালের লোকসভা নির্বাচন সেমিফাইনাল। ফাইনাল হবে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন। আর এসব কটিতেই বিজেপি জয়লাভ করবে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা হবে ত্রিপুরার সিপিএমের মতো। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের পালটা দাবি, এরাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তাতে অজস্রবার চেষ্টা করলেও বিজেপি সাধারণ মানুষের মন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে মুছে ফেলতে পারবে না।

সিপিএম সমর্থকরা মারলো তৃণমূল কর্মীদের

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : ত্রিপুরায় ২৪ বছরের সিপিএমের শাসন শেষ হয়ে গেলেও এখনো চলছে লাল ঝান্ডার ডাণ্ডাবাজি। চলছে এ রাজ্যেও। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম শেষ হয়ে গেলেও তার অস্তিত্ব যে এখনো আছে তা বারুইপুরের ঘটনায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত পদ্ম জোলা গ্রামের ধপধপিতে ৬ জন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে মাথা ফাটিয়ে রক্ত ঝরালো সিপিএম সমর্থকরা। এই ঘটনায় একজন সি পি এম সমর্থককে গ্রেপ্তার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। নাম হারুণ সর্দার। সূত্রের খবর–পদ্মজোলার স্থানীয় বাসিন্দা সালাউদ্দিন মন্ডল বাড়ি তৈরি করছিলেন। তার বাড়ির দোতলার কার্নিশ সামান্য বেড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির জায়াগায় চলে গেছিলো। এই বিষয়ে পাড়ায় সালিশি সভা ডাকা হয়। দুপক্ষের সমাধান সুত্র বার করতে আসে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি সইদুল হক। হকের নেতৃত্বে সালিশি সভা হয়। সভা শেষে রাতে সবাই যখন বাড়ি ফিরছিলেন অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় সিপিএম নেতা ধপধপি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান আক্কাজ মন্ডল ও তার অনুগামীরা চড়াও হয় তৃণমূল কর্মীদের উপর। লাঠি, রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় কম করে ছয়জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী আহত হয়েছেন।

এরপর অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।স্থানীয়রা জখমদের উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করায়। বর্তমানে চিকিৎসা চলছে। আক্রান্ত কর্মীরা বারুইপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্কাজ মন্ডল ও তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। এই খবর ছড়িয়ে যাওয়া মাত্র উত্তেজিত তৃণমূল কর্মীরা এক সিপিএম সমর্থকের ওষুধের দোকানে গিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর করে। খবর হয় বারুইপুর থানায়। চলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এই মারধরের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। সেই কারণে পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে। ধপধপি এখনও থমথমে।

বন্ধুদের সাহায্যে বিয়ে রুখলো পারবীনার

কালীদাস দেবনাথ ক্যানিং ঃ –ভালো পাত্র পেয়ে পরিবারের লোকেরা মেয়েকে পাত্রের হস্তগত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ে নয়, পড়াশুনা করতে চেয়েছিল বছর সতেরোর নাবালিকা পারবীনা লস্কর। কিন্তু পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে কার্যত মেয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন বৃহস্পতিবার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন মা মৌরজান লস্কর। বিয়ের হাত থেকে বাঁচতে তাই সহপাঠীদের সাহায্য নেয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দাঁড়িয়া যমুনা লক্ষী নারায়ণ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী ওই নাবালিকা। বন্ধুর বিয়ে আটকাতে তাই চাইল্ড লাইনের হেল্পলাইনে ফোন করে পারবীনার সহপাঠীরা।

খবর পেয়েই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার পশ্চিম দাঁড়িয়া গ্রামে এসে পরিবারের লোকজনকে বুঝিয়ে আপাতত বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হন চাইল্ড লাইন ও ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা।ছোট বেলাতেই বাবা মারা গিয়েছিল পারবীনার। মা ও মামাদের কাছেই মানুষ হয়েছে সে। বর্তমানে একাদশ শ্রেণীতে পাঠরতা সে। সম্প্রতি পাশের গ্রাম খোলাখালির বাসিন্দা পেশায় গ্রিলের মিস্ত্রী মফিজুল গাজির জন্য মেয়ের সম্বন্ধ পান পারবীনার মা মৌরজান। কোন রকম পণ ছাড়াই মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল পাত্র। তাই আর দেরি না করেই ওই পাত্রের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলেন পারবীনার মা। কিন্তু মেয়ে যে আদৌ বিয়ে করতে চায় না, সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি। অন্যদিকে এ

বিষয়ে বারে বারে মামাদের কাছে বলেও কোন লাভ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত নিজের বিয়ে বন্ধ করতে সহপাঠীদের সাহায্য নেয় ওই নাবালিকা। সহপাঠীরাই চাইল্ড লাইনের ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে বিষয়টি জানালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা চাইল্ড লাইনের কর্মীরা ও ক্যানিং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করতে সক্ষম হয়। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পুলিশের কাছে মুচলেকা ও দেন নাবালিকার মা মৌরজান লস্কর। মেয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেই তবে তার বিয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ক্যানিং চাইল্ড লাইনের সদস্য বান্টি মুখার্জী বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে নারীদের পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।

বাংলার ইতিহাসে নজির একসাথে ২২৪ টি প্রকল্পের শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ বাংলার ইতিহাসে নজির গড়ল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লক। এই ব্লকের উন্নয়নের স্বার্থে একসাথে ২২৪ টি সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস হল সোমবার। রাজ্যের মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায় এদিন মঞ্চ থেকে সুইচ টিপে একসাথে দুশোর বেশি প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। সোমবার জীবনতলা থানার অন্তর্গত রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের মাঠে এই সরকারি অনুষ্ঠানে শোভন চট্টোপাধ্যায় ছাড়াও

উপস্থিত ছিলেন জেলার বিধায়ক দিলীপ মণ্ডল, বিশ্বনাথ দাস ও স্থানীয় বিধায়ক সওকাত মোল্লা। অঙ্গনওয়ারি শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শুরু করে, পানীয় জলের নলকূপ, মিনি ইনডোর গেমস কমপ্লেক্স, যাত্রী প্রতীক্ষালয়। এছাড়াও রয়েছে সমস্ত ব্লক জুড়ে অজস্র রাস্তা নির্মাণের কাজ। এই সমস্ত প্রকল্পের কাজ একসাথে শুরু হতে চলছে এই ক্যানিং ২ ব্লকে। সেই প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস অনুষ্ঠান এদিন অনুষ্ঠিত হল। এছাড়াও বিগত পাঁচ বছরে এলাকার যে যে পঞ্চায়েত ভালো কাজ করেছে তাদেরও পুরস্কৃত করা হয় এদিন। এলাকার সাধারণ মানুষের হাতে জমির পাট্টা থেকে শুরু করে গীতাঞ্জলী প্রকল্পের ঘর, ছাত্রীদের হাতে কন্যাশ্রী, সাইকেল সহ বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাও পৌঁছে দেওয়া হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় ত্রিশ হাজারের বেশি মহিলা এদিনের এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শোভনবাবু বলেন, এই ব্লক দেখিয়ে দিয়েছে উন্নয়ন কিভাবে করতে হয়। এই বছরে শুধু এই ব্লকেই ৩০০ কোটি টাকার বেশি উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এই অসাধ্য সাধন হয়েছে এলাকার মানুষ উন্নয়ন চেয়েছেন তাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে আছেন তাই।

শিশুকে ধর্ষণ গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ এক শিশু কন্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে বছর পঁয়তাল্লিশের এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত আটটায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কালীবটতলা গ্রামে।অভিযুক্ত লালু মির্জা কে বাসন্তী থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন রাত আটটা নাগাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর বছর পাঁচেকের এক শিশুকে বাড়িতে একা পেয়ে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি দোকানের মধ্যে হাত–মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে অভিযুক্ত লালু মির্জা। অভিযুক্তের বাড়ি বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা এলাকায়।কাজের সূত্রে বাসন্তী এলাকায় ট্রাক্টর চালানোর কাজ করে।এদিন ওই শিশুর মা মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে,খোঁজ করতে থাকেন। দোকানের দিকে নজরে পড়তেই তিনি দেখেন তাঁর মেয়ের উপর পশুর মতো অত্যাচার করছে অভিযুক্ত লালু। শিশুকন্যা পড়ে তার মায়ের কাছে তার উপর অত্যাচারের কথা বলে। শিশুর মা সাথে সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় অভিযুক্তকে ধরেও ফেলে।পরে দেখেন মেয়ের দেহের নিম্নাংশের থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে।এরই ফাঁকে প্রমাণ লোপাটের জন্য অভিযুক্ত লালু তার জামা–কাপড় সার্ফ দিয়ে ধুয়ে ফেলে নিজে স্নান করে নেয়। এমন কি প্রমাণ লোপাটের জন্য শিশু কন্যাকে হত্যা করে ব্যাগে ভরে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল অভিযুক্ত লালুর। সেই মতো বড় ব্যাগও তৈরি রেখেছিল অভিযুক্ত ব্যক্তি। লালুর সাথে অপর এক ব্যাক্তি ছিল। সে সুযোগ বুঝে পালিয়ে গেলেও লালু পালাতে ব্যর্থ হয়।এরপর বাসন্তী থানায় খবর গেলে পুলিশ গিয়ে লালু মির্জাকে গ্রেফতার করে।লালু এই অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে লালু।পুলিশ শিশুটির ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।বর্তমানে শিশুটির শারীরিক অবস্থা সংকট জনক।

হাটথুবা সেবা সংঘে শচীন্দ্রলালের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ স্বাধীন দেশে কিভাবে গ্রাম গড়ে তুলতে হবে তা দেখিয়ে ছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত। সেলুলার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বরিশালের নলচিড়া গ্রামের শচীন্দ্রলাল ১৯৪৯ সালে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার হাটথুবায় এক শ্মশানভূমিতে গড়ে তুলেছিলেন প্রাণচঞ্চল গ্রাম সেবা সঙ্ঘ। দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এই সঙ্ঘ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পালন করল কর্মযোগী শচীন্দ্রলালের ১১৪ তম জন্মদিন।

সকাল ১০টায় উদ্বোধন সঙ্গীত, সঙ্ঘ পতাকা উত্তোলন শপথ বাক্য পাঠ করার পর সমাজ মিলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সংঘ কর্মীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংঘ প্রতিষ্ঠিত কালীবালা কন্যা বিদ্যাপীঠের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ। অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন লেখক গবেষক তথা গুরুসদয় সংগ্রহশালার সহ কিউরেটর ড. দীপক বড়পন্ডা ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক তথা সাংবাদিক ও সমাজকর্মী প্রণব গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংঘের সহ সভাপতি ড. অমলকৃষ্ণ সাহা , সচিব ড. দুলাল চন্দ্র পাল, সহ সম্পাদক অরবিন্দ দে, গবেষক জনেশ ভট্টাচার্য, দেবদাস চ্যাটার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই পর্বে বক্তব্য রাখেন ড. বড়পন্ডা সহ সংঘের পরিচালকরা। শচীন্দ্রলাল করগুপ্ত স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করেন প্রণব গুহ। বিষয় ছিল আজকের সমাজ ও দায়বদ্ধতা। শেষে সমাজ কল্যাণে অবদানের জন্য শ্রী গুহকে 'মনোহর–সুরুচি' স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান অত্যন্ত সুচারু রূপে সঞ্চালনা করেন অপর সহ সম্পাদিকা ও প্রধান শিক্ষিকা বন্দনা ব্যানার্জি।

বিকাল ৪টা থেকে সংঘের মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় নিম্ন বুনিয়াদী, প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের অনুষ্ঠান আনন্দধারা। সন্ধ্যা ৬টায় শচীন্দ্রলালের মূর্তির পাদদেশে ১১৪টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে শেষ হয় এবারের জন্মবার্ষিকী পালন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ২০ সংখ্যা, ১০ মার্চ – ১৬ মার্চ, ২০১৮

সিপিএম নামক মরা গাছে জল দিচ্ছে তৃণমূল

অদ্ভুত এক কুহেলিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ভারতবর্ষের রাজনীতি। যাতে আদর্শের থেকেও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে শৌর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন। আর এই রাজনীতির আঙ্গিকে এ বলছে আমায় দেখ, আর ও বলছে আমায়। যার মাঝে পড়ে সত্যি সত্যি বেশ কাতর এদেশের জনগণ। সম্প্রতি বিজেপির ত্রিপুরা বিজয়ের পর এই নয়া রাজনীতি নিয়ে আলোচনা বা শোরগোল বেশি হচ্ছে। ঘটনাটি হল ত্রিপুরায় দীর্ঘ বাম জমানার অবসান ঘটানোর পর এই ছোট্ট রাজ্যে একদল উন্মক্ত মানুষ নাকি লেনিন সাহেবের মূর্তি ভেঙেছেন। তা নিয়ে একেবারে রে রে করে উঠছেন দেশের বাম রাজনীতিবিদ থেকে ঘোর ডানপন্থী নেতারাও। সবথেকে আশ্চর্যের কথা সিপিএম বিরোধিতার দীর্ঘদিনের পেটেন্ট ছেড়ে লেনিন সাহেবকে যেন বেশি করে আঁকড়ে ধরছেন তৃণমূল নেত্রী তথা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা ঠিক লেনিনের মূর্তি যেই ভাঙুক না কেন তা অন্যায়। কিন্তু তা বলে মার্কসবাদীদের থেকেও কুমিরের কান্না কেন বেশি উগড়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রাহুল গান্ধিরা। আসলে ভোটের বিচারে সর্বত্র গো–হারা হারার পর বিজেপির বিরুদ্ধে নতুন ফন্দি ফিকির নিয়েছেন এই বিরোধীরা। তাঁরা বেশ বুঝতে পারছেন, আগামী ২০১৯ এ যদি ফের মোদী সাহেবের প্রত্যাবর্তন ঘটে (যার সম্ভাবনা অনেকটাই) তবে তাঁদের অনেকের কপালেই গভীর দুঃখ আছে। সেজন্য যেন তেন প্রকারে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অহরহ তোপ দাগতে শুরু করেছেন তাঁরা। ২১–২২ টি রাজ্যে পদ্মফুল ফোটার আবহে এই বিরোধীরা আরও দিশাহারা হয়ে উঠেছেন। সেজন্য, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে লেনিনকে পর্যন্ত খড়কুটোর মতো ধরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছেন এঁরা। আগেই বলেছি, লেনিন কেন যে কোনও সমাজ সংস্কারক, জননেতা তথা প্রিয় মানুষের মূর্তি বা অবয়ব ধ্বংস করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু যাঁদের ঘর উজার হল তাঁদের থেকেও 'মাসি'দের দরদ উথলে পড়লে বোঝা যায় 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। আসলে বিজেপির অসম জয়ের পর থেকেই এই ভীতিটা শুরু হয়েছিল। তারপর ত্রিপুরার মতো অন্যতম বঙ্গপ্রধান রাজ্যে পদ্ম ফোটার পর রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়েছে এই রাজ্যের শাসক দল। তারা বেশ বুঝতে পারছে বিপদ তাদের ঘরের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ছে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে বিজেপির অভুতপূর্ব ভোট বৃদ্ধির জন্য তৃণমূল আরও ভয় পেয়েছে নিশ্চিতভাবে। সেজন্যই ঘাসফুল নেতৃত্ব সুকৌশলে ফের সিপিএম নামক প্রায় মরে যাওয়া গাছটাকে জল–বাতাস দিয়ে কোনওরকমে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বস্তুত তৃণমূলের এই ভোট পলিটিক্স বুঝতে বাকি নেই রাজ্যের রাজনীতি সচেতন মানুষের। কিন্তু ঘোর দুর্বিপাকে পড়া সিপিএম এখন তাঁদের একসময়ের প্রবল বিরোধীর এই উদার আহ্বানে যেন বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে। কলকাতার বুকে বড় মিছিলও করে দেখাচ্ছে। কিন্তু এতসব করেও বিজেপি নামক জুজু থেকে আদৌ শেষরক্ষা হবে কি, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

আমরা দেখিব, কর্তব্যের তত্ত্ব নীতি বা প্রেম যে কোন রূপেই প্রকাশিত হউক না কেন, ইহা অন্যান্য যোগের মতোই ইহার উদ্দেশ্য কাঁচা আমিকে ক্রমশ সূক্ষ্ম করা, যাহাতে পাকা আমি নিজ মহিমায় শোভ পাইতে পারেন, ইহার উদ্দেশ্য নিম্নস্তরের শক্তিক্ষণ নিবারণ করা, যাহাতে আত্ম উচ্চতর ভূমিতে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন। নীচ বাসনাগুলিকে ক্রমাগত ত্যাগ বা অস্বীকার করিলেই আত্মার মহিমা প্রকাশিত হয়। কর্তব্য কর্ম করিতে গেলে অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়।এইরূপেই জ্ঞাতসারে বা অতি কঠোরভাবে এই ত্যাগ আবশ্যক হয়। এইরূপেই জ্ঞাতসারে

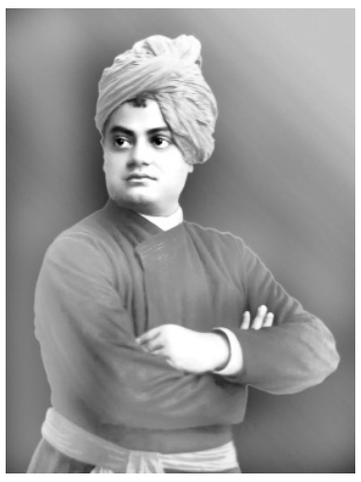

বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র সমাজ সংহতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই কর্ম ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে স্বার্থপূর্ণ বাসনা কমাইতে কমাইতে আমরা মানুষের প্রকৃত স্বরূপের অনন্ত বিস্তৃতির পথ খুলিয়া দিই। ভিতরের দিক হইতে দেখিলেকর্তব্যের এই একটি নিশ্চিত নিয়ম পাওয়া যায় যে, স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা হইতে পাপ ও অসাধুতার উদ্ভব, আর নিঃস্বার্থ প্রেম ও আত্মসংযম হইতে ধর্মের বিকাশ।

কর্তব্য বিশেষ রুচিকর নয়। প্রেম কর্তব্য চক্রকে স্নেহসিক্ত করিলে তবেই উহা বেশ সহজভাবে চলিত থাকে, নতুবা কর্তব্য ক্রমাগত সংঘর্ষ। অন্যথা কিভাবে পিতামাতা সন্তানের প্রতি, সন্তান পিতামাতার প্রতি, স্বামী স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কতব্যপালন করিতে পারে? আমরা কি জীবনের প্রতিদিনই সংঘর্ষের সম্মুখীন হইতেছি না? প্রেমমিশ্রিত হইলেই কর্তব্য রুচিকর হয়। প্রেম আবার কেবল স্বাধীনতাতেই দীপ্তি পায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাস, ক্রোধের দাস, ঈর্ষারদাস আরও যেশত শত ছোট ছোট ঘটনা জীবনে প্রত্যহ ঘটিবেই সেইগুলির দাস হওয়াই কি স্বাধীনতা?

ফেসবুক বার্তা

১৯৬০ সালের একটি বিয়েবাড়ির মেনুকার্ড

ত্রিপুরায় বামেরা জিতলে মমতার সঙ্গে ভারতবাসীর খুশি হওয়ার সঙ্গত কারণ ছিল

নির্মল গোস্বামী

ত্রিপুরায় রামধাক্কা খেল বামপন্থা। পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতারা উজ্জিবীত, উল্লসিত। অপর দিকে তৃণমূল নেত্রী গলা ছেড়ে ডাক দিচ্ছে দিল্লি দখলের। সে ডাকের কম্পাঙ্কের তীব্রতা এতোই বেশি যে মনে হয় তা আমাদের শ্রবণ সীমার উর্ধ্বে, তাই অন্যদের কানে তা পৌঁছচ্ছে না। হেরো বামেরা বলছে দিদি মোদীর গট আপ গেম চলছে। টিভি'র চ্যানেলে চ্যানেলে মোদীর নেতৃত্বের জয়গানের মুখরতায় কান পাতা দায়। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেছেন, ত্রিপুরায় বামের পরাজয় দিদির চোখ থেকে বেশি জল পড়ছে এটাই বিস্ময়ের। বিজেপি আদর্শগত ভাবে বাম বিরোধী–মার্কসবাদের বিরোধী। আবার দিদি এককালে এই বাংলায় আওয়াজ তুলে ছিলেন 'লাল হটাও দেশ বাঁচাও'। দিদি বাংলা থেকে লাল হটিয়েছেন আর মোদী ত্রিপুরা থেকে লাল হটিয়েছেন। একে অন্যের পিঠ চাপড়ে দেওয়ার কথা। উল্টে দিদি বলছেন যে, ত্রিপুরায় বামেরা জিতলে আমি খুশি হতাম। এই খুশি হওয়ার কারণ হল এই বঙ্গে বিরোধী ভোট যাতে বিভাজিত হয়। ত্রিপুরায় জিতলে এই বাংলায় সিপিএম তথা কর্মী সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা হতো। তারা বিজেপি বিরোধিতায় বেশি উৎসাহী হতো। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরায় পরাজয়ের পর তারা ভেঙে পড়েছে। কর্মী সমর্থকরা এবার তৃণমূলকে হারাবার জন্য আরও বেশি করে বিজেপি ঘেষা হয়ে উঠবেন। তাতে আখেরে তৃণমূলের ক্ষতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুঃখ পাওয়ার এটাই কারণ।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'পড়ল কথা সবার মাঝে/যার কথা তার গায়ে বাজে।'' সেই রকম ভাবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাকে ধরা যায়। তৃণমূলের নিজ স্বার্থে তারা যে কথা বলেছে– বৃহত্তর স্বার্থেও কী সেই কথার কোনও সারবত্তা নেই? ভারতের কোটি কোটি গরিব চাষি, ক্ষেত মজুর, শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থেও কি সিপিএম তথা বামপন্থার জয়ের প্রয়োজন নেই? একটু ভেবে দেখলেই কিন্তু চিত্রটা পরিষ্কার হয়ে যায়। আজ সারা দেশের বিভিন্ন দলের শাসকরা যে দুটো কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য বাহবা পেতে চায় সেই দুটি কর্মসূচি ভারতবাসীকে উপহার দিয়েছিল কিন্তু বামেরা। ২০০৪ সালে ইউপিএ ওয়ান সরকার গঠনের সময় বামেদের হাতে ছিল ৬৪টা এম পি। বামেদের সমর্থন ছাড়া সরকার গঠন সম্ভব ছিল না। সে সময় বামেরা ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি ও ২ টাকা কিলো দরে চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবেই সমর্থন করেছিল। বামেদের দাবি ছিল সকল ভারতবাসীকে ২ টাকা কিলো দরে খাদ্য দেওয়া হোক।

মোদী নির্বাচনের আগে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও সরকারে এসে সেই কর্মসূচিকেই জপমালা করেছে। আমাদের দিদিও বুক ফুলিয়ে বলেন, ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে এ রাজ্য প্রথম। ৭ কোটি মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দিচ্ছি। আসলে এ রাজ্যে কেন্দ্র ৬ কোটি লোককে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেয়, বাকিটা দেয় রাজ্য। যাই হোক বাম রাজনীতিই এই দুটি প্রকল্প ভারতবাসীকে উপহার দিয়ে ছিল কেন্দ্রীয়ভাবে। মনমোহন জমানায় ভারতের অর্থনীতির গ্রোথ যে ৮ শতাংশ হয়ে ছিল তার কারণ ছিল ওই ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি। অর্থনীতিবিদদের মতে, গ্রামীণ মানুষের হাতে পয়সা এসেছে। তারা সেই পয়সা দিয়ে ভোগ্যপণ্য কিনছে। তাই দেশে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়ছে আর সেই জন্যই গ্রোথ।

পশ্চিমবাংলায় বামপন্থীদের অবদান হল ভূমি সংস্কার। এটা ছিল বামেদের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এর আগে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে ল্যান্ড সিলিং আইন অবশ্য হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে একজন ৭৫ বিঘার বেশি জমি রাখতে পারবে না। কিন্তু তা বাস্তবে কার্যকর হয় নি। স্বনামে বেনামে পশুপাখির, ঝি–চাকরের নামে সেই শতশত বিঘা জমি দখল করতে লাগল জোতদারেরা। বাম সরকারে 'লাঙ্গল যার জমি তার' এই কর্মসূচিই প্রকৃত অর্থে ভূমিসংস্কার রূপায়ণে সার্থক

ভূমিকা পালন করেছিল। এই সব প্রগতিশীল পদক্ষেপের কথা আজ ভারতবাসী ভুলে গিয়েছে।

একথা ঠিক যে এদেশের মার্কসবাদীরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন একদিন ভারতবাসীকে দেখিয়ে ছিল তা রূপায়ণে তারা ব্যর্থ। সারা ভারতে তারা সেই অর্থে সংগঠন গড়ে তুলতে পারেনি। তাই বলা হয় মার্কসবাদ এখানে অচল। ফলে মার্কসবাদী দলের আর প্রয়োজন নেই। খুব ভাল কথা। কিন্তু গান্ধিবাদীরা কি সফল ভারতবর্ষে? স্বাধীনতার আগে থেকে বা স্বাধীনতার পর কংগ্রেস যে স্বপ্ন ভারতবাসীকে দেখিয়েছিল, যে সুখী সমৃদ্ধশালী ভারত গঠনের প্রতিশ্রুতি তাঁরা দিয়েছিল স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও কী তা পূরণ হয়েছে। ১২৫ কোটি ভারতবাসীর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে? এগুলি তো মৌলিক অধিকার হিসাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। কংগ্রেস, জনতা, বিজেপি যারাই যখন দেশ শাসন করেছে তারা সকলেই গান্ধীজির শ্রেণি সমন্বয় নীতিতে বিশ্বাস রেখেই অর্থনীতি পরিচালনা করেছে। তার নিট ফল আজ আমরা ভোগ করছি। কী সেই ফল? সেটা হল সে ভারতবর্ষের ৭৩ শতাংশ সম্পদ আজ ভারতের ১ শতাংশ মানুষের হাতে জমা হয়েছে। শত শত শহিদরা কি এই ভারতবর্ষের জন্য ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছিল? তাহলে যারা গান্ধি টুপি মাথায় পরে গান্ধির আদর্শের ধারক বাহক হয়ে দল চালায় তারও ব্যর্থ নয় কী? তাহলে যে যুক্তিতে মার্কসবাদ অচল, সেই যুক্তিতে গান্ধিবাদকে সচল বলা যায় কী? হ্যাঁ পিছন দিকে সচল বলা যায়। কারণ আজকের গান্ধিবাদীরা বেকার ছেলেদের শিল্প কলকারখানায় চাকরির বদলে কেউ বলছেন চপভাজা। কেউ বলছেন পকোড়া ভাজা। হাজার হাজার সরকারি পদ খালি পড়ে আছে। তা পূরণ করার নাম নেই। বিচার প্রার্থী মানুষ পয়সা খরচ করে বিচার কিনবে কিন্তু বিচারকের চেয়ার ফাঁকা। জজ নিয়োগ করার ইচ্ছাটুকু যাদের নেই তারা নাকি সুশাসন দেবে জনগণকে। শুনে ঘোড়ায় হাসবে কর্তার মতো। দেশের টাকা লুঠ করছে, ঋণ নিয়ে দিচ্ছে না শিল্পপতিরা। উপরন্তু হাজার হাজার কোটি টাকা চুরি করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ। দেশের মানুষ তাদেরই ভোট দিয়ে কি ওই কাজের সমর্থন করল? নেতারা ভাবছে তাই। কিন্তু আসল সত্যটা হল নেগেটিভ ভাবনা। সদর্থক ভোট আজ আর কোনও দলই পায় না। ২৫ বছর রাজত্ব করছে দাও পাল্টে। ২০১১ সালের নির্বাচনের পর চা দোকানে এক মুসলমান যুবককে প্রশ্ন করি আচ্ছা তৃণমূলকে কেন ভোট দিয়েছ তুমি? সে হাসতে হাসতে বলেছিল বড্ড যেন এক ঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল। ত্রিপুরাতেও তাই হয়েছে। তাতে বিজেপির উন্নয়নের তত্ত্ব খাটে না।

গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে সত্যিকারের গণতন্ত্র সফল হয় তখনই, যখন দলের অভ্যন্তরীন কার্যক্রম পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিকতা মেনে। পরিবার তান্ত্রিক দল কখনও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত করতে পারে না। বামেরা বাদে ভারতবর্ষের সব দল পরিবার তান্ত্রিক। শুধু পরিবারের সদস্যরা দলের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসলেই পরিবারতান্ত্রিক দল হয় তা কিন্তু নয়। যে সমস্ত দলে বাবার স্থানে ছেলে–মেয়ে এমএলএ, এমপি হয়। স্বামী মারা গেলেই সেই সিটে তার স্ত্রী নির্বাচিত হয় এ সবই পরিবার তান্ত্রিক দলের নিদর্শন। তৃণমূলও এ থেকে মুক্ত নয়। দল হিসাবে বামপন্থীরাই দলের অভ্যন্তরে এই গণতন্ত্রের চর্চা করে। যা অন্যান্য দলের শিক্ষনীয়। সাধারণ মানুষেরও শিক্ষনীয়।

আজ পর্যন্ত কী কেন্দ্রের কী রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় থাকা বাম নেতাদের আর্থিক বা সামাজিক দুর্নীতির কথা শোনা যায় না। কোথাও ৩৪ বছর, কোথায় ২৫ বছর একটানা রাজত্ব চালিয়েছে। বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করে বাম নেতাদের একটাও দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে নি। ভারতবর্ষে এই স্বচ্ছ রাজনীতিকদের আজ বড় প্রয়োজন। বামেরা ক্ষমতায় থাকলে কোনও বারোটা পরিবার ২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ করেনি তাদের পরিচয় জনগণের সামনে প্রকাশ করত। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে সঞ্চিত সম্পদ পুঁজিপতিরা লুঠ করবে আর নেতারা বসে বসে সিস্টেমের দোষ দেবে এ জিনিস বাম নেতাদের দ্বারা হতো না। বাম জমানায় এই বঙ্গে গুণ্ডা বদমাশরা রাজনীতির ছত্রছায়ায় পালিত হয়েছে গোপনে। আর তৃণমূলের জামানায় গ্রামে গঞ্জে গুণ্ডাবদমাশদের ছত্রছায়ায় রাজনীতি পালিত হচ্ছে। পার্থক্যটা জনগণও বুঝতে পারছে। ফলে মার্কসবাদ দিয়েও ভারতবর্ষে বিকল্প অর্থনীতি বিকল্প রাজনীতির চর্চা করা বামেদের দ্বারাই সম্ভব। অন্য সব দল এক।

সমুদ্রে মৈত্রী বাড়ানোর উৎসবে মাততে চলেছে আন্দামান

শ্রীজাতা সাহা সাহু

ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতীয় নৌবাহিনী তার প্রতিপত্তি যথেষ্টভাবেই বিস্তার করেছে। ইতিমধ্যে এই বাহিনীর প্রভূত সাফল্য তা প্রমাণ করে দেয়। বস্তুত, ভারতীয় নৌবাহিনী কেবল আধুনিক অস্ত্র–শস্ত্রতেই সজ্জিত নয়। এই বাহিনী তার নৌবহরও যথেষ্ট বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে ইদানীংকালে। এর পাশাপাশি, উপকূলবর্তী দেশসমূহের নৌবাহিনীগুলির মধ্যে আদান–প্রদান বাড়ানোর একটি মঞ্চ তৈরির প্রচেষ্টায়ও সামিল ভারতীয় নৌবাহিনী। এটি কূটনৈতিক সহযোগিতায় কেবল হাত বাড়িয়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস নয়, বিপর্যয়ে ত্রাণ সহায়তার মানবিক হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস–ও বটে। এই সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রচেষ্টার অপর নাম মিলন'। এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং পেশা সম্পর্কিত আদান–প্রদানের একটি সক্রিয় মঞ্চ–ও বটে।

মিলনের পথ চলা শুরু ১৯৯৫ সালে। প্রতি দু'বছর অন্তর এই মিলনোৎসবের সূচনা ছিলও সেটি। এতে সামিল হয় ভারত মহাসাগর অঞ্চলের দেশসমূহের সমস্ত নৌবাহিনী। এখন পর্যন্ত আটটি মিলন' অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৫–এর পর মিলন হয় ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০৩, ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১২ এবং ২০১৬–তে। এই উৎসব হয়নি কেবল ২০০১ এবং ২০১৬–তে। এর কারণ, ভারতীয় নৌবাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ব্যস্ত ছিল সে সময়। অনুষ্ঠানটি হল আন্তর্জাতিক রণতরী বাহিনীর পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয় ২০০৫ ও ২০১৫–তে যথাক্রমে মুম্বই ও বিশাখাপত্তনমে। সুনামীর কুপ্রভাব থেকে ভারত মহাসাগর অঞ্চলটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টায় ছিল সে সময়। ২০০৪–এর ২৬ ডিসেম্বর সুনামীর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের বহু দেশসমূহই। ফলে ২০০৫–এ মিলন' অনুষ্ঠিত হয়নি।

এবছর মিলন' অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্টব্লেয়ারে। আগামীকাল সেখানে অনুষ্ঠানটি শুরু হচ্ছে। আটদিনের এই অনুষ্ঠানে পেশা সম্পর্কিত বিভিন্ন আলাপ–আলোচনা, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আগামী ১১ থেকে ১৩ মার্চ সমুদ্রে হবে বহুমুখী অনুশীলন–ও। এর নামকরণ করা হয়েছে মাইলস'। এতে ২০টি যুদ্ধ জাহাজ অংশগ্রহণ করবে। এর মধ্যে আন্দামান–নিকোবর কম্যান্ড এবং ইস্টার্ন ন্যাভাল কম্যান্ড থেকে থাকছে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রথম সারির যুদ্ধ জাহাজগুলিও। একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারেরও আয়োজন করা হচ্ছে। বিষয়– ইন পারসুট অফ ম্যারিটাইম গুড অর্ডার– নিড ফর কমপ্রিহেনসিভ ইনফরমেশন শেয়ারিং অ্যাপারেটাস'। সেখানে অংশ নেবেন বহু বিশিষ্ট বক্তা। ভারত মহাসাগর অঞ্চলে সমুদ্র সংক্রান্ত বহুমুখী সহযোগিতা শক্তিশালী করার প্রয়াসেই এই সেমিনারটি আয়োজিত হবে।

মিলন'–এর এই দশম অধ্যায়টিই বৃহত্তম এবং এখানে ১১টি যুদ্ধ জাহাজ অংশগ্রহণ করছে। অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি হয়ে আসছেন ৩৮–জন। ১৬টি দেশ থেকে তাঁরা আসছেন। দেশগুলি হল– অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, কাম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, মালেশিয়া, মরিশাস, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড, ওমান, সেশেল্‌স, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, তাঞ্জানিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। আন্দামান ও নিকোবর কমান্ডের কমান্ডার ইন–চিফ সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করবেন।

ইন্টারন্যাশনাল সিটি প্যারেড'– এর প্রধান অতিথি হয়ে আসবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই প্যারেডে থাকছে ভারত–মহাসাগর অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের নৌ–সেনাদের প্যারেড। থাকছে স্কাই–ডাইভিং, ফ্লাইপাস্ট, বিটিং রিট্রিট, ব্যান্ডবাদকদের প্রদর্শনী ইত্যাদি। পোর্ট ব্লেয়ারে বসবাসকারী প্রত্যেকেই এই অনুষ্ঠান দেখতে পাবেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন বিদেশি জাহাজ–ও সাক্ষাৎ করতে পারবেন তারা। বিদ্যালয়–শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে বিদেশি জাহাজ দেখার পূর্ণ সুযোগ পাবে। তাদের মহড়া প্রত্যক্ষ করারও সুযোগ পাবে তারা।

এই প্রেক্ষিতে বলা যায় নৌ মহড়া এবং পেশা সংক্রান্ত আলাপ–আলোচনা অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীরগুলিকে যথেষ্টই সমৃদ্ধ করবে। পাশাপাশি, পারস্পরিক সৌহার্দ্রতা এবং সহযোগিতাও প্রশস্ত হবে এই মিলন ২০১৮ অনুষ্ঠানটির মাধ্যমে।

লেখিকা হলেন পিআইবি কলকাতার আধিকারিক

রেশম চাষের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি:–পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রাম।এক ফসলী এই সুন্দরবনে সামান্য ধান চাষ করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে কুমির এবং ডাঙায় বাঘের সাথে লড়াই করে জঙ্গল থেকে কাঠ,মধু সংগ্রহ করে জীবন–জীবিকা ধারণ করাই একমাত্র পথ।এছাড়াও অনেক সময় নদীর বাঁধ ভেঙে চাষ যোগ্য জমি নষ্ট হয়ে গেলে জীবিকার তাগিদে ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন সুন্দরবনের মানুষজন।

সেই পিছিয়ে পড়া মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় রেশম উৎপাদন অনুসন্ধান এবং প্রশিক্ষণ সংস্থা।সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় সংস্থার উদ্যোগে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির একান্ত সহযোগিতায় সংস্থার প্রশিক্ষণ হলে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ফুলমালঞ্চ,ঝড়খালি,ভরতগঞ্জ,বাসন্তী,রামচন্দ্রখালি,উত্তর মোকামবেড়িয়া সহ সুন্দরবনের মোট ১৩ টি পঞ্চায়েত এলাকার ১২০ জন কৃষক এদিন রেশম প্রশিক্ষণ নেন।এদিন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের অধিকর্তা ডঃ কণিকা ত্রিবেদী, কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের বিজ্ঞানী (ডি) দেবজিত দাস,বিজ্ঞানী(ডি)চন্দনা মাঝি,পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্প্রসারণ আধিকারিক নীলকান্ত দাস,কুলতলি মিলনতীর্থ সোসাইটির অন্যতম কর্ণধার লোকমান মোল্লা সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। কেন্দ্রীয় রেশম পর্ষদের অধিকর্তা ডঃ কণিকা ত্রিবেদী বলেন, প্রত্যন্ত সুন্দরবনের লবনাক্ত মাটিতে একফসলীর বেশি চাষ হয় না। যাতে করে সুন্দরবনের মানুষ ধান চাষের পাশাপাশি বিকল্প চাষ হিসাবে রেশম চাষে উদ্যোগী হয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হয় তার জন্য আমাদের এই উদ্যোগ।

কার্তিক ওঁরাও স্মৃতি সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ–কার্তিক ওঁরাও স্মৃতি আদিবাসী ল্যাম্পস্ এর পঞ্চম বার্ষিকী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের উত্তর সোনাখালির পালবাড়ি নাওয়া

দিশা আদিবাসী সংঘের মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ৫৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।এদিন প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী কালীপদ সরদার। উপস্থিত ছিলেন ল্যাম্পসয়ের সম্পাদক গণেশ সরদার,ভগত সিং,সমর সরদার,ঈশ্বর সরদার,পলাশ সরদার সহ বিশিষ্টরা।এদিন আদিবাসী সমাজ আরো বেশি করে কি ভাবে উন্নততর হয় তার বিস্তারিত আলোচনা হয়।

ল্যাম্পসের সম্পাদক গণেশ সরদার বলেন, WBTDCC এর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই বাৎসরিক সাধারণ সভা করে থাকি। এই সভার মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্প্রদায়ে মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চতর শিখরে পৌঁছে দিথে চাই আমাদের আদিবাসী সমাজকে।

বীরভূম

সরকারি বাসের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোলোরা গ্রামে ধর্মরাজ পুজো করার পর হোটেলে পুজো করে বাড়ি ফেরার জন্য ৬০নং জাতীয় সড়কের চিনপাই পেট্রোল পাম্পের কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়েছিল চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত তাপাসপুর গ্রামের প্রৌঢ় মানিককুমার মিশ্র। ৩ মার্চ দুপুর বারোটা নাগাদ সিউড়িগামী বেপরোয়া সরকারি বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই প্রৌঢ়ের। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, অতিদ্রুতবেগে ওভারটেক করছিল দুবরাজপুর দিক থেকে আসা সিউড়িগামী সরকারি বাসটি। সিউড়ি ডিপো থেকে বাসচালককে আটক করেছে পুলিশ।

বীরভূমে দুপুরে বইছে ঝলাস

অভীক মিত্র : লালমাটির দেশ বীরভূম। বাংলার পঞ্জিকানুযায়ী, এখন চলছে ফাল্গুন মাসের শেষভাগ। এরমধ্যেই বীরভূম জেলায় দুপুরে বইতে শুরু করেছে ঝলাস। আর ভোররাতে অনুভূত হচ্ছে শীতশীত ভাব। সঙ্গী লোডশেডিং। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে সর্দি জ্বর, 'পক্স' –র মতো ব্যাধি। যারফলে বেকায়দায় পড়েছে জেলাবাসী। শশা, আখের রস, আইসক্রীম, পেপসি সহ বিভিন্ন ঠান্ডা পানীয় বিক্রি হচ্ছে। অফিস, বাড়িতে ঘুরছে ফ্যানের পাখা। পেরিয়ে গেল দোল উৎসব। এইবছর প্রচন্ড শীত পড়েছিল জেলায়। তাহলে কী এবারে অসহ্য গরম পড়বে জেলায়? সঙ্গী হবে কী জলকষ্ট? এই জোড়া প্রশ্নই যেন ঘুরপাক খাচ্ছে জেলাবাসীর মনে।

খুন ব্যবসায়ী গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মুলুকের শান্তিপল্লিতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনে খুন হল পেশায় ফল ব্যবসায়ী খাজা জানারুল হাসান। এই ঘটনায় জানারুলের স্ত্রী রিঙ্কু বিবি,রিঙ্কুর বাবা – মাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২রা মার্চ বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে রিঙ্কু বিবির পাচদিনের পুলিশ হেপাজত এবং রিঙ্কুর বাবা – মাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

সাইথিয়ায় রঙ্গ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী' এবং 'সাঁইথিয়া নন্দেশ্বরী যাত্রা সংস্থা'র যৌথ উদ্যেগে ২ থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত সাঁইথিয়া উচ্চবিদ্যালয় মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো রঙ্গ উৎসব। ২রা মার্চ শুক্রবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়ার বিধায়ক, সাঁইথিয়া থানার ওসি, সাঁইথিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক, 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র কর্ণধার শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা। ২, ৩ মার্চ তিনটি করে এবং ৪ মার্চ একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শিক্ষক উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনী'র 'রাতকানা', 'বেহুলা লখিন্দর পালা' এবং 'ধর্মমঙ্গল' নাটক মঞ্চস্থ হয়। ৪ মার্চ, রবিবার সকালে বাণিজ্যিক শহর সাঁইথিয়ায় রণ পা সহযোগে 'ধর্মমঙ্গল' শোভাযাত্রায় পা মেলান সকলেই।

বসন্তোৎসবে দুভোর্গ যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও ১লা মার্চ বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনে উদযাপিত হলো বসন্তোৎসব। বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী, পর্যটক,বিদেশিরা উপস্থিত ছিলেন। এইবারেই প্রথম বসন্তোসবের শোভাযাত্রায় অংশ নেন নি বিশ্বভারতীর উপাচার্য। আগেই পলাশ ফুল ব্যবহারে নিষেধাঞ্জা জারি করেছিলো বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি বসন্তোৎসব নিয়ে জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলো বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিদেশিদের পাশাপাশি কলকাতা,উত্তরপাড়া,হুগলি সহ দূরদূরান্ত এলাকা থেকে বহু মানুষজন সামিল হয়েছিলো এই বসন্তোৎসবে। লজ,হোটেলের পাশাপাশি ঘর ভাড়া দিয়েছিলো অনেকেই। ১লা মার্চ সকালে 'ওরে গৃহবাসী...' গান এবং কাঠি নাচের মাধ্যমে সূচনা হয় বসন্তোৎসবের। গতবছরের তুলনায় এইবছর ভিড় ছিলো রেকর্ড পরিমানে। তবে যানজট ভুগিয়েছে বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের। পুলিশ,সাদা পোশাকের পুলিশ,মহিলা পুলিশ ছিলো পর্যাপ্ত। বসন্তোৎসবে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় খুশি সকলেই।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবছর আগে মুরারই থানার কনকপুর গ্রামের কামাল হাসানের সঙ্গে ঝাড়খন্ডের জাসমিনা আরা পারভিনের বিয়ে হয়েছিলো। ছয় মাসের পুত্র সন্তান আছে। গৃহবধূ জাসমিনার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় মুরারই থানার পুলিশ স্বামী কামাল হাসানকে আটক করেছে।

নাবালিকা বিয়ে রুখলো প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৫ ফেব্রুয়ারি মল্লারপুর মুসলিমপাড়ার এক নাবালিকার সঙ্গে সিউড়ির টিঙ্কু শেখের বিয়ে হবার তোড়জোড় চলছিলো। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ময়ূরেশ্বর–১ বিডিও দেবজ্যোতি বড়াল সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যাক্তিত্বরা নাবালিকার বাড়ি গিয়ে বিয়ে বন্ধ করেন। মুচলেকা নেওয়া হয় নাবালিকার বাবার কাছ থেকে। রামপুরহাট–১ নং ব্লকের গোবিন্দপুর গ্রামে নাবালিকা বিয়ে রুখলো প্রশাসন। ৩ মার্চ সিউড়ি সবুজপল্লীর নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর বিয়ে বন্ধ করলো চাইল্ড লাইন এবং পুলিশ।

আক্রান্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিউড়ি হাটজনবাজার এলাকায় বাড়ির সামনে মদ খেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করার প্রতিবাদ করায় দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলো ২০১৮ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী টুম্পা দাস এবং তার পরিবার। সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

বীরভূমে দুর্ঘটনায় মৃত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি: দোলের দিন বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো ছয়জনের। জখম হয়ে চিকিৎসাধীন দশজন। ১ মার্চ সন্ধ্যায় ৬০নং জাতীয় সড়কের সদাইপুর থানার কচুজোড়ের গলাকাটা সেতুতে বাইকের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মারা যায় ছোট্টু মাহাতো। বাড়ি সিউড়ির বারুইপাড়া। আহত দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পাডুইয়ে বাইক উল্টে মৃত দীনেশ দাস (২৫)। বাড়ি পুরন্দরপুর। জখম দুই। তাপাইপুরে বাইক উল্টে জখম হয় তিনজন। ময়ূরেশ্বরে প্রসাদ খেতে গিয়ে রাস্তা পারাপার করতে সময় গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যায় পমী হাজরা (৩)। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। জন্মদিনের অনুষ্ঠান থেকে ফেরার পথে মহম্মদবাজার থানার গৌড়নগরে বাইক টোটো সংঘর্ষে তিনজন মারা যায়। মৃতরা হলো উজ্জ্বল এবং সুব্রত শীল। অপর মৃতের পরিচয় জানা যায় নি। কারোর মাথায় হেলমেট ছিলো না। প্রত্যেকে মদ্যপ ছিলো বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তিনজন জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ছেলের হাতে মা খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ মার্চ সন্ধ্যায় বোলপুর থানার রজতপুর গ্রামের নারায়ণপুরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে কাটারি দিয়ে কোপায় মা জেনেহারা বিবিকে। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় জেনেহারা। অভিযুক্ত মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে জসিমুদ্দিনের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অসুস্থ একটি হনুমানকে কেন্দুলা গ্রাম থেকে দুবরাজপুর প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। কিন্তু স্বাস্থ্যকর্মীরা সময়মতো না আসায় চিকিৎসার অভাবে মারা যায় হনুমানটি। এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখায় প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে।

জমিজট, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও ডেঙ্গুর পঞ্চায়েতে শাসকদলের অগ্নিপরীক্ষা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : পঞ্চায়েত ভোট মূলত গ্রামীণ এবং কৃষকসভার ভোটের উপরই নির্ভরশীল। আর এই পঞ্চায়েত ভোটের জয়–পরাজয়ই লোকসভা এবং বিধানসভা ভোটের জয় পরাজয়কে অনেকাংশে সূচিত করে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট তৎকালীন ৩২ লক্ষ কৃষক সভার ভোটের উপর ভর করেই রাজ্যে ৩৪ বছরের শাসনকাল কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ গ্রামীণ জনসমর্থন তাদের বিরুদ্ধে যাওয়ার পরিণতিতেই তাদের বিপর্যয় ঘটে। তেমনই তৃণমূল সরকারও ২০০৮–এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যে তাদের শাসনকাল কায়েমের পথ সুগম করে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর মাত্র দুটো পর্বের মধ্যেই তারা জনগণ থেকে যেভাবে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করেছে, তা তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে রীতিমতো উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এবার পঞ্চায়েত ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি প্রকল্প ঘোষণা করলেও, তার কতগুলি বাস্তবায়িত হবে এ নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। এর প্রধান কারণ হল জমিজট। এদিকে শিরে সংক্রান্তির মতো একেবারে দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত ভোট। অথচ জমি জটের ফাঁসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ থমকে আছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুরে সিক্স লেনের রাস্তা থেকে মঙ্গল পান্ডে উদ্যানের কাজ স্থগিত হয়ে রয়েছে।

এছাড়াও যশোর রোড সম্প্রসারণ, উড়াল পুল, বেনাপোল, পেট্রাপোলের রাস্তা আরও সুগম করা, ইছামতী নদীর উপর দিয়ে বাগদার দিকে সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণের প্রধান অন্তরায় হল জমি জট। সম্প্রতি ঘটনাচক্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে আমডাঙার বিধায়কের সঙ্গে বারাসত–১ পঞ্চায়েত সমিতির গণ্ডগোল বাঁধে। তাতে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন, বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মার্চ মাসের মধ্যে থেমে থাকা কাজগুলি সমাধানের লক্ষ্যমাত্রা দেন। তৃণমূলের একাংশ মনে করে এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ব্যাপক মাথা চাড়া দিয়েছে। এর পাশাপশি সাম্প্রদায়িক অশান্তিও এবারে এক অন্যতম ইস্যু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দত্তপুকুরের চালবেড়িয়া থেকে শুরু করে পানশিলা সহ বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা সুলভ কথাবার্তা উঠে আসছে। তাতে স্থানীয় মানুষ খুব খুশি নয়। কারণ নানা অছিলায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টির আবহ তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে দিয়ে বিজেপিও গ্রামের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করছে। কারণ ত্রিপুরায় পঁচিশ বছরের বামফ্রন্টকে সরিয়ে নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয় পদ্ম ব্রিগেডকে ব্যাপক আশান্বিত করেছে। এসমস্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতিগুলোকে কেন্দ্র করে স্থানীয় প্রশাসন রীতিমতো দুশ্চিন্তায় আছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত। কারণ এর আগে বাদুড়িয়া, বসিরহাটের সাম্প্রদায়িক অশান্তি সহ হাড়োয়া, দেগঙ্গা, হাবড়ায় প্রায় মহামারীর আকার নেওয়া ডেঙ্গুকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কেননা তাতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্থানীয় প্রশাসন সহ পঞ্চায়েতগুলিকে এক প্রকার দায়ী করেছেন। কাজে গাফিলতির অভিযোগও তুলেছেন তিনি। ফলে, সব মিলিয়ে এবারের পঞ্চায়েত ভোট শাসকদলের একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল।

১০ কেজি গাঁজা সমেত এক বাইক উদ্ধার করল সোনারপুর থানার পুলিশ । ধরা হল রাহুল শর্মা, আকাশ মাইতি, অর্ণব ভৌমিক এবং ইয়াসিন কাজিকে। নিজস্ব চিত্র

স্বাধীনতা সংগ্রামী সলিল গুপ্তের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামী সমাজসেবী সলিল কুমার গুপ্তের মঙ্গলবার দুপুর ১১টা ৪৫ মিনিটে জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। অধুনা বাংলাদেশের বরিশালে তার জন্ম। বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। এদিন কলকাতায় যোধপুর পার্কের নিজস্ব ভবন থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ার হাটথুরাতে এই প্রাচীন সমাজসেবী গ্রাম সেবা সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। এছাড়া রাজ্যের বহু সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন ও তাঁর অবদান স্মরণীয়। বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।৯০ দশকে রাজ্যে জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন পর্ষদের সভাপতি হয়েছিলেন। সেই সময় তার উদ্যোগে চটকল শিল্প সহ রাজ্যের শিল্প উন্নয়নের চেষ্টা হয়। তিনি সি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউটেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিন সভাপতি ছিলেন। খুব কম বয়সে তাঁর বড় মেয়ের মালিনী গুপ্তের মৃত্যু হয়, মেয়ের নামে হাবড়াতে মালিনী শিশু বিহার নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর স্ত্রী আলো গুপ্তের দুরারোগ্য রোগে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ছোটমেয়ে মুন্না, দুই জামাই, তিন নাতনি। তাঁর বহু বন্ধু–বান্ধব গুণমুগ্ধরা বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। শ্মশানেও বহু মানুষ তাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন।

চক্ষু শিবির

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে সিঁথি কালীচরণ ঘোষ লেনে 'সৌমেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের' উদ্যোগে ৩৮তম বিনা ব্যয়ে 'চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির' গৌরাঙ্গ সেনগুপ্তর স্মরণে, শ্যামল দে বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে ও সম্পাদক রসিকেন্দ্র সরকারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। মোট পাঁচজন ব্যক্তিকে মাইক্রো সার্জারি অস্ত্রোপচার করেন ডাক্তার সুব্রত সেনগুপ্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন শোভা সেনগুপ্ত। উদ্যোক্তাদের সমাজ সেবা কাজের প্রশংসা করে ভাষণ দেন বিধায়িকা মালা সাহা, দিলীপ দাস চাকলাদার, দেবপ্রসাদ দাস, কাজল দে বিশ্বাস, বেলা মিত্র রায়, শুভ্রা ব্যানার্জী, তরুণ সাহা, শুক্লা সেনাপতি, গোপাল ভট্টাচার্য, লীলা চক্রবর্তী, মায়া চ্যাটার্জী, বিশ্বজিৎ আইচ প্রমুখ। শিবিরে সার্বিকভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন সভ্য সঞ্চল ভট্টাচার্য, মিলন কান্তি বসু, অলোক দত্ত প্রমুখ।

বন্ধুর সমাজসেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বন্ধু এক আশা এবং চোরবাগান সার্বজনীন দূর্গাপূজা কমিটি, সম্প্রতি পুরুলিয়া জেলার মাজরামুরা, তালগরা এবং বরাবাজার ব্লকের ১০ টি গ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির সংগঠিত করে। যেখানে এই প্রান্তিক মানুষ গুলির প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সাথে ছিল ইসিজি, ব্লাড প্রেসার, ব্লাড সুগার পরীক্ষার সুবিধা এবং তারা পেলেন তাদের প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র। এই উদ্যোগে সহযোগিতা করেন সুমিতা সিংহ মল্ল (সদস্যা, পুরুলিয়া জেলা পরিসদ), সৌমেন বেলথরিয়া (সভাপতি, কাশিপুর পঞ্চায়েত সমিতি), সুজাতা কর সাহা, রাজডাঙ্গা ক্লাব সমন্বয়, স্বামী প্রনবানন্দ চিকিসা ভারতী এবং ডাঃ পরাগ রঞ্জন চক্রবর্তী।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তেজনা

প্রথম পাতার পর

যুব তৃণমূল কর্মীদের মারধরের প্রতিবাদে সেখানে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন একদল যুব তৃণমূল কর্মী। সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বাসন্তীর তৃণমূল নেতা আব্দুল মান্নান গাজী সহ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ যুব কর্মীরা সেই সময় তাদের উপর চড়াও হয়ে ব্যাপক মারধর শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে বাসন্তী থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি চালায় পুলিশ। মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় বিবাদমান দুই গোষ্ঠী। এরপর কার্যত দুপক্ষের সমর্থকদের তাড়া করে করে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। ঘটনার পর এলাকার দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ছাইয়ে অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

প্রথম পাতার পর

ফলে দৃশ্যমানতা কমে গিয়ে সামনের কিছু ঠাওর করা যাচ্ছিল না। অনেকেই নাকে রুমাল বেঁধেছে এবং মাথায় হেলমেট পরেছে । ৬০ নং জাতীয় সড়কে সৃষ্টি হয়েছে যানজটের। গ্রামবাসীরা বলেন, 'উড়ে আসা ছাইয়ের জন্য বিদ্যালয়ের মিড–ডে–মিল পর্যন্ত রান্না করা যাচ্ছে না। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই আমরা বাধ্য হয়ে আজ ৬০নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছি।' 'ওড়া ছাই মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে চোখের সমস্যা, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা, চর্মরোগ দেখা দিতে পারে' বলে জানান জেলার এক শিক্ষক। সদাইপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের এক আধিকারিক প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে তিনঘন্টা পর উঠে যায় অবরোধ । ৬০নং জাতীয় সড়কে অবরোধের জন্য অনেক বাস চিনপাই থেকে আদুরিয়া, দুলর্ভপুর দিয়ে গিয়ে সিউড়ি পৌঁছায়।

দাঁইহাট পুরসভায় চেয়ারম্যান বদল

প্রথম পাতার পর

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও তৃণমূল কখনও কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনবার সিপিএমের টিকিটে কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। সমর চক্রবর্তী প্রথমবার নির্দল প্রার্থী হিসেবে এবং দ্বিতীয়বার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন। এছাড়া ধনঞ্জয় মণ্ডল, সুজাতা বিশ্বাস এবং মামনি মাঝি তিনজনই সিপিএমের টিকিটে এবং তৃণমূলের টিকিটে মাধবী রাজোয়ার প্রথমবার কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এনাদের প্রত্যেকেরই বয়স ত্রিশের মধ্যে।

পূর্ব বর্ধমান জেলায় সিপিএমের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি রূপে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট–এর নজর কেড়ে নেয় দাঁইহাট। আবার রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ঘাসফুলের পতাকার দাপট থাকলেও সিপিএম পরিচালিত দাঁইহাট পুরবোর্ড তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে গলার কাঁটার মতো বিঁধছিল। তবে, এসবের মধ্যেই দাঁইহাটে সিপিএমের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ চরমে ওঠায় তা তৃণমূল নেতৃত্বের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। সেই অসন্তোষের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পুরবোর্ডের দখল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। অবশ্য সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, দলীয় কাউন্সিলরদের তৃণমূল ভয় দেখিয়ে গায়ের জোরে দাঁইহাটের পুরবোর্ডের দখল নিয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্ব কিন্তু এই অভিযোগ উড়িয়ে জানিয়েছে, সিপিএমের কাউন্সিলররা দীর্ঘদিন ধরে দলীয় নেতৃত্বের কাছে কোনও গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না। এমনকী, তাঁরা এলাকার উন্নয়নমূলক কাজও ঠিকমতো করতে পারছিলেন না। একসময় তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের সাদরে দলে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিকে, নতুন পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে কে বসবেন এনিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে শহরবাসীর কৌতূহল ছিল তুঙ্গে। শুধু তাই নয়, শহরের তৃণমূলের একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যেও এনিয়ে জল্পনা চলছিল। সেই অনুযায়ী এই দৌড়ে প্রথমে সমর চক্রবর্তীর নাম শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু, শেষকালে শিশির মণ্ডলের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লেও তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ এতে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। তবে, শিশির মণ্ডল বলেন, আমাকে দলের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতভাবে পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান পদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। আমার একটাই লক্ষ্য, সকলের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এই শহরের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজ করা।

ব্যতিক্রমী বিদায় সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কুমড়োখালি কেদারনাথ বিদ্যাপীঠে(উঃ মাঃ) এক ব্যতিক্রমী বিদায় সংবর্ধনা হল গত ২৮ ফেব্রুয়ারি। মাধ্যমিক বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য হরিপদ বৈদ্যকে অবসরের ৪ বছর পর অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে ফেয়ারওয়েল জানাল তার স্কুল। বাসন্তীর প্রান্তিক এলাকা চড়াবিদ্যায় ১৯৭৪ এ এই স্কুলের সূচনা। ১৯৮৪ তে সরকারি অনুমোদন। হরিপদ বাবু ১৯৮৫ তে এই স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। তাঁরই উদ্যোগে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৮৮ তে ছোট্ট মাটির ঘর থেকে হল ৪ কামরা পাকা বাড়ি। তাঁরই উদ্যোগে স্কুল দশমে ২০০০–এ ও দ্বাদশে ২০১৭–এ উত্তীর্ণ হয়। তিনি ২০০৭–১৩ সাল ছিলেন মাধ্যমিক বোর্ড সদস্য ও ২০১১–১৪ সাল ছিলেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ফলে সর্বশিক্ষা, এম পি কোটা সহ বিভিন্ন অর্থকরী সংস্থা থেকে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করে বাউন্ডারি সহ স্কুল বিল্ডিং নির্মাণ করে এই প্রত্যন্ত এলাকায় এক উচ্চ মানের স্কুল ক্যাম্পাস গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন। স্কুলের সমূহ দাযিত্ব পালন করে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন অবসর নেন ২০১৪ র জানুয়ারিতে।

ফলে অবসরের পরেও স্কুল তাঁকে ছাড়েনি। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে ভেবে – তাঁকে বিদায় জানানো হয়নি। অবসরের পরেও স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ও কাজে তিনি গত ৪ বছর যুক্ত আছেন। কিন্তু এমন শিক্ষককে বিদায় তো জানাতেই হবে। যিনি সারাজীবন এই স্কুলের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁর জন্য আটকে থাকা অন্য দুই শিক্ষক বংশীধর দাস ও সন্তোষ কুমার মণ্ডলকেও একই সঙ্গে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শিক্ষক অমল নায়েক, লেখক প্রভুদান হালদার, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বীরেন্দ্র নাথ মন্ডল,বর্তমান প্রধান শিক্ষক অপূর্ব কুমার জোতদার প্রমুখ গ্রামবাসীসহ প্রায় ১২০০ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ।

নান্দাডাঙায় রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে নান্দাডাঙা স্কুলের মাঠে নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উ নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে নান্দাডাঙা স্কুলের মাঠে নিবেদিতা রুরাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয় এক মহতী রক্তদান শিবির। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলে এই শিবিরে রক্তদান করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির, নরনারায়ণ সেবা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও প্রতিবন্ধী দুঃস্থদের দান করা হয় কম্বল, মশারি প্রভৃতি। অর্গানাইজেশনের সম্পাদক প্রণব সাউ বলেন আগামী দিনে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া ও নানা সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্যোগে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয় এক মহতী রক্তদান শিবির। পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে সকলে এই শিবিরে রক্তদান করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির, নরনারায়ণ সেবা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও প্রতিবন্ধী দুঃস্থদের দান করা হয় কম্বল, মশারি প্রভৃতি। অর্গানাইজেশনের সম্পাদক প্রণব সাউ বলেন আগামী দিনে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকনগুনিয়া ও নানা সংক্রামক ব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে এক সচেতনতামূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরায় তোলপাড় দেশ

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক চিকিৎসকদের মতে সিপিএম–এর হাড়গোড় ফের জোড়া লাগা খুব মুশকিল। কারণ সেখানে দীর্ঘ ক্ষমতার মাংসপিন্ড জন্মে গিয়েছে।

ত্রিপুরা ভয় ধরিয়েছে ভারতের রাজ্যভিত্তিক আঞ্চলিক দলগুলিতেও। ফল বেরোনোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেগরম বিশ্লেষণ গণতন্ত্রে মানুষের রায় মাথা পেতে নেওয়ার শিক্ষার উল্টোদিকে বইছে। বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূল নেত্রী সহ মায়া, অখিলেশ, চন্দ্রশেখররা যে মঞ্চে একসঙ্গে হওয়ার কথা ভাবছিলেন সেই কংগ্রেসের পাটাতনে ফাটল আরও চওড়া হয়েছে দেখে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। সব কিছু ছেড়ে সকলে মিলে একসঙ্গে হওয়ার ডাক দিচ্ছেন। এমনকি সপা–বসপার মতো দীর্ঘদিনের অহি–নকুলরা পর্যন্ত একমঞ্চে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই নার্ভাস জোটে শক্তি জোগাবার ক্ষমতা যার আছে সেই মমতাকে এরা নেতৃত্ব তুলে দেবে এমন আশা দূরঅস্ত বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এর আগেও তারা মমতাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছেন। আসলে এরা সকলেই একজন জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো লোক খুঁজছেন। যিনি শক্তপোক্ত ভাবে একটা গ্রহণযোগ্য মঞ্চ বাঁধতে পারবেন। না পেলে কি হবে কেউ জানে না।

এক্স রে প্লেটে বিজেপির হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল হলেও ইসিজিতে অসহিষ্ণুতার ভাইব্রেশন। বিপুল বিজয়ের পর তাকে কিভাবে সামলাতে হয় ত্রিপুরা বিজেপিকে এখনও তা শিখতে হবে। কিছু কিছু মূর্তি পৃথিবীতে ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে থেকে যায়। এদের দেখে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কালো ইতিহাসকে মনে রাখে। এইসব মূর্তি ভেঙে ফেলা মানে সেই প্রতীককে মুছে ফেলা। আজও কিছু ইংরেজ শাসকের কিছু স্ট্যাচু বা নাম আছে বলে পরাধীনতার ইতিহাস বেঁচে আছে। এসব বুঝবে কে? সাফল্য প্রতিশোধের জন্য আসে না। তাকে মানুষের মনে স্থাপিত করতে হয় প্রতিষ্ঠার জন্য। না বুঝলে অচিরেই বিজেপির দরজায় কড়া নাড়বে সর্বনাশ।

পাচারের কবলে প্রাণীকুল

প্রথম পাতার পর

পেট্রাপোল সীমান্তে দুর্লভ প্রাণী উদ্ধার করে আটজন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। রবিবার একটি টয়োটা গাড়ি ও একটি টাটা ১০৭ গাড়িকে পেট্রাপোল সীমান্তে আটক করে জেলা পুলিশ। উদ্ধার হয় ৪২টি বিরল প্রজাতির প্রাণী। যার মধ্যে আছে ৩টি বাঘরোল ও ৩৯টি সাদা ইঁদুর ও গিনিপিগ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। মনে করা হচ্ছে যেখানে এগুলি শিকার নিষিদ্ধ যথা আলজিরিয়া, কেনিয়া, মরক্কো বা লিবিয়ায় নিয়ে যাওয়ার ছক কষছিল পাচারকারীরা। উপরোক্ত ঘটনায় ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আন্তর্জাতিক প্রাণী পাচারচক্র বা অন্য কোনও পাচারচক্রের হদিশ পেতে এখন মরিয়া জেলা পুলিশ। জোর তল্লাশিও শুরু হয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকায়।

ফরেস্ট কর্মী ফেডারেশনের সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের বন্ধুমহলে অনুষ্ঠিত হল ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট সার্ভিস এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের ৪র্থ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন।এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অমল সিনহা,অসীম মুখার্জী,শক্তিব্রত রায়(WBFSAF),রণজিত মন্ডল,কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য উত্তম মন্ডল,জেলা নেতৃত্ব বিষ্ণুপদ মজুমদার সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

এদিন সম্মেলনে ১১দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। তাঁদের দাবি, প্যাকেজ ভুক্ত কর্মচারীদের সমস্ত রকম সুযোগ প্রদান করা,বিভাগের বিভিন্ন শূন্যপদ অবিলম্বে পূরণ করা এবং যোখ্যতা ভিত্তিক কোটা অনুযায়ী শূন্যপদে প্রমোশনের প্রস্তুতি অবিলম্বে নেওয়া,৮.৩৩ হারে বোনাস প্রদান করা,বহিঃ বিভাগীয় পদে পুলিশ দপ্তরের ন্যায় রেশন ভাতা, ঝুঁকি ভাতা এবং বছরে এক মাসের অতিরিক্ত বেতন প্রদান করা,প্রশিক্ষিণ প্রাপ্ত ডগ এক্সপার্টদের অতিরিক্ত ভাতা প্রদান,বনরক্ষী–বনকর্মী–বনরক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূরকরা,এবং অবিলম্বে বকেয়া মহার্ঘভাতা পে–কমিশন সহ অন্যান্য দাবি সমূহ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তুলোধনা করেন। আগামীদিনে জীবিকার স্বার্থে বঞ্চিত,অবহেলিত,শোষিত,নিপীড়িত কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদনও জানানো হয়।এদিন সম্মেলনে হাট রেঞ্জ ইউনিট,জাতীয় উদ্যান পূর্বভাগ ও পশ্চিম ভাগ,সজনেখালি অভয়ারণ্য রেঞ্জ ইউনিট,হেড কোয়ার্টার রেঞ্জ ইউনিটের সংগঠকরা উপস্থিত ছিলেন।

মহানগরে

খাদ্য এবং পুষ্টি বোর্ডের পরিচ্ছন্নতা পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা : স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও পুষ্টি বোর্ড অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্ষেত্রের পর্যায়ে কাজ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সচেতনতা এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি এনজিও এবং প্রচারিত এই কারণেই কাজ করে। খাদ্য ও পুষ্টি বোর্ডের ডেপুটি টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার এন এন তিওয়ারি তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় দারিদ্রবিষয়ক স্বাস্থ্যবিধি এবং পুষ্টির ঘাটতির মধ্যে সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেন। পুষ্টি কম হওয়ার কারণে জিডিপি কমে যাচ্ছে এর ফলে মানুষের কাজ করার ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট দফতরের প্রতিনিধি পীযূষ অধিকারী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অনেক গ্রামে শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষ এখনও খোলা মাঠে শৌচের জন্য যাচ্ছেন। নির্দিষ্ট

উদাহরণের উল্লেখ করে তিনি উল্লেখ করে তিনি বলেন। পুরুষ, মহিলা, শিশু, গ্রামের অঙ্গনওয়ারী কর্মী, পঞ্চায়েত এবং অন্যান্যদের সাথে সরাসরি কথোপকথন এবং তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগের ফলে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেছে। আই এবং বি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ এই ক্ষেত্রে প্রচারের বিভাগ কাজ করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

আচরণগত পরিবর্তন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন, পিআইবি'র যুগ্ম পরিচালক চিন্ময় চক্রবর্তী। তিনি বলেন যে, শৈশব থেকে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ–পরিচালক দীপক মিত্র আরও বলেন, বৃদ্ধদের জন্য তাদের দ্বারা প্রদত্ত একটি বার্তার ফলে সন্তানদের পরিবর্তনের জন্য প্রশিক্ষণ আরও কার্যকর হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ বিভাগের পার্থসারথী বসু জানান, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের, ক্রমবর্ধমান মেয়েদের এবং মায়েরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শেখানো হয়। হাত ধোওয়ার সঠিক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদেরকে শেখার জন্য অঙ্গনওয়ারীদের হাতধোয়া দিবস এবং সপ্তাহ পালন করা হয়। এ

ই কেন্দ্রগুলিতে কিশোরী ও মায়েদের আলোচনার জন্য একটি বাধ্যতামূলক বিষয় বলে পার্থবাবু জানান। 'সংরক্ষণ দ্য চিলড্রেন' নামক এনজিও'র এক প্রতিনিধি জানান, স্কুলগুলিতে হাত ধোওয়া এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাস সম্পর্কে শিশুদেরকে শিক্ষিত করার জন্য তারা কীভাবে গেমস এবং আইসিটি মডেল ব্যবহার করছে। খাদ্য ও পুষ্টি বোর্ড স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশগত স্যানিটেশন এবং পুষ্টি বিষয়ক বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ স্বচ্ছতা পাখোওয়ারা নামে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

শুধু তোমার বাণী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই অবতারপুরুষ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শুভাবির্ভাব স্মরণোৎসবকে কেন্দ্র তাদের ৫১তম বর্ষ উদযাপন শুরু হল টালিগঞ্জ স্মরণোৎসব সমিতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি

থেকে। ১৫ দিনব্যাপী কৃষ্ণলীলা কীর্তন, ভাগবত পাঠ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত এই দীর্ঘ অনুষ্ঠানসূচি যেন এক নৈস্বর্গিক পরিবেশ সৃষ্টি করল নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে। টালিগঞ্জ রোডের বড়ো রাসবাড়ি থেকে শুরু হওয়া অবতারদ্বয়ের নামময় এই পরিক্রমায় সামিল হয়ে উৎসাহ প্রদান করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

পুর বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮০ সালের কলকাতা পুর আইন অনুসারে আগামী ১০ মার্চ বেলা ১টায় কলকাতা পুর সংস্থার আগামী ২০১৮–'১৯ সনের বাজেট বরাদ্দও ২০১৭–'১৮ সনের সংশোধন বাজেট বরাদ্দ পেশ হতে চলেছে। আর ওই 'বাজেট বিবৃতি'র ওপর দীর্ঘ পর্যালোচনা চলবে আগামী ১৩ ও ১৪ মার্চ সোম ও মঙ্গলবার দুপুর ১২টা থেকে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

খাদ্যান্বেষণে অশীতিপর দুই বান্ধবীর জীবনযুদ্ধ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: গত ৮ মার্চ প্রতিবারের মতো সাড়ম্বরে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হল। লম্বা–চওড়া বক্তৃতা, গুরুগম্ভীর আলোচনা, সম্মাননা প্রদান, প্রতিশ্রুতির

কাটোয়ায়

ফুলঝুরি...। আর এসবের মাঝেই এদিনেও দু'মুঠো খাবারের খোঁজে বিশ্বজুড়ে নারীদের হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়। বয়সের ভার, তীব্র দাবদাহ কিংবা কনকনে ঠাণ্ডা, সন্ত্রাসের বাতাবরণ...কোনও কিছুই বাধ মানে না। আসলে পেটের জ্বালা যে বড্ড জ্বালা। শুধুমাত্র বক্তৃতা আর প্রতিশ্রুতিতে তো আর খিদের জ্বালা মেটে না!

এজন্য চাই খাবার। তাই বিশ্ব খাদ্য দিবস হোক আর আন্তর্জাতিক নারী দিবস, সবদিনেই খাদ্যান্বেষণে বেরোতে হয় পুষ্প সরকার ও সাবি বৈরাগ্যদের। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরের রেডক্রস মোড় এলাকায় পুষ্প সরকারের বাড়ি। অন্যজনের বাড়ি নিকটবর্তী শিবতলা এলাকায়। এই অশীতিপর দুই নারী সম্পর্কে বন্ধু। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বের এই মধুর সম্পর্কটা বহুদিনের। ভিক্ষাবৃত্তিই তাঁদের ক্ষুধা নিবারণের একমাত্র উপায়। দু'জনেরই পরিবার–পরিজন রয়েছে। রয়েছে নানাবিধ সরকারি পরিষেবা। তবুও প্রতিদিনই তাঁদের খাবারের জন্য ভিক্ষায় বেরোতে হয়। যেমনটা এদিনও বেরিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস বলে কোনও কোনও সংগঠন তো দূরের কথা, স্বচ্ছল পরিবারের কোনও নারী তাঁদের দিকে এদিন দু'মুঠো খাবারের থালা এগিয়ে দেননি! তাই অন্যদিনের মতো এদিনও বাধ্য হয়েই ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন এই দুই বান্ধবী। ভিক্ষায় বেরিয়ে গুটিকতক বাটা মাছ পেয়ে তো তাঁদের সে আনন্দ ধরে না। শহরের পানুহাট এলাকায় রাস্তার পাশেই একটি কলতলায় সেই মাছের আঁশ ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ব্যস্ততম রাস্তায় শত শত মানুষের যাতায়াত।

কিন্তু, কারও কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই তাঁদের ঘিরে। প্রতিটি মুহূর্তে ইঁদুর দৌড়ে শামিল সভ্য সমাজের সেই সময়টার যে বড্ড অভাব। কাঁপা কাঁপা দু'হাতের নখ দিয়ে মাছগুলির আঁশ ছাড়াতে ছাড়াতে পুষ্প সরকার বললেন, বাবা এই গরমে মাছগুলোও মনে হচ্ছে পচে গিয়েছে। এই মাছই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দুই বান্ধবী মিলে রান্না করে খেয়ে এক জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়ব। বাড়িতে কে কে আছে জিজ্ঞেস করতেই দু'জনেরই পাল্টা প্রশ্ন, সব থেকেও আমাদের ভিক্ষা করতে হয় কেন জান বাবা? মানুষ তো আর শখ করে ভিক্ষা করে না বাবা!

লড়াইয়ের পথেই বেঁচে থাকার স্বপ্ন ফেরি কাজলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দননগর : কারোর লড়াই বাঁচার জন্য, কারোর আবার বাঁচাটাই লড়াই করার জন্য। এভাবেই জীবনের বড়ো একটা অংশ কাটিয়ে দিয়েছেন চন্দননগর শহরের মহিলা কাজল পাল। পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য এই মহিলা বেছে নিয়েছেন এমন পথ, সচরাচর মহিলাদের এই পথে হাঁটতে দেখা যায় না। তাকে প্রতিদিন চন্দননগর স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্মে খবরের কাগজ বিক্রি করতে দেখা যায়। ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে একেবারে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। এরমধ্যে দুপুরে খাবার জন্য বাড়ি আসতে হয়। টানা ৩০ বছর। ভোর হলেই কাজল পাল সোজা চলে আসেন চন্দননগর স্টেশনে। হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে খবরের কাগজের বান্ডিল নামিয়ে কাগজগুলি ভাগ করে রাখেন। এরপর তাঁর অধীনে রাখা কয়েকজন ছেলেকে এপাড়া

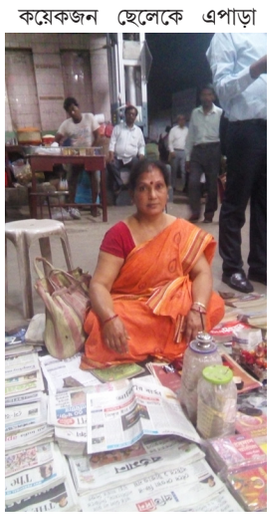

থেকে অন্য পাড়ায় বাড়ি গিয়ে কাগজ বিক্রি করেন তাদের পাঠিয়ে দেন। এই ব্যবসাটা তাঁর স্বামী অসীম পালের। কিন্তু একবার স্বামী অসীম প্রচণ্ড অসুস্থ হওয়ার পর দায়িত্বের ব্যাটন কাঁধে তুলে নেন স্ত্রী কাজল। এই খবরের কাগজের পয়সায় দোতলা বাড়ি করেছেন। স্বামীকে এখন টোটো কিনে দিয়েছেন। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। একদা সামান্য জীবন এখন অনেকটাই স্বচ্ছল। তবুও পুরনো সঙ্গীকে ছাড়েনি কাজল। আজও সকাল হলেই বেরিয়ে পড়েন। বললেন কী করে ভুলব, এই কাগজ বিক্রির টাকা থেকেই স্বামীর চিকিৎসা করিয়েছিলাম। না হলে তো ওকে বাঁচানোই যেত না। এভাবেই গত তিন দশক ধরে তিলে তিলে সংসার বাড়িয়ে তুলেছেন তিনি। সেই থেকেই চলছে বৃষ্টি–রোদ–গরম উপেক্ষা করে প্রত্যেকদিন ভোরে চন্দননগর স্টেশন। সেখান থেকে শুরু হয় বিক্রি বাট্টা। এভাবেই এগিয়ে চলছে জীবনের চাকা।

প্রথম মহিলা প্রধান অপারেশন ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়া বর্মা সিনহা। গত ৭ মার্চ ২০১৮ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে দক্ষিণ পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হলেন। ইনিই প্রথম মহিলা হিসাবে এই পদের চেয়ার অলঙ্করণ করলেন। জয়া বর্মা সিনহা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। ১৯৮৮ সালে ভারতীয় রেলওয়ের ট্রাফিক সার্ভিসে যোগদান করেন এবং উত্তরাঞ্চল রেলওয়ে, দক্ষিণপূর্ব

রেলের এবং পূর্ব রেলওয়েতেও কাজ করেন। এছাড়া তিনি ৪ বছর ধরে ভারতের হাইকমিশন ঢাকা বাংলাদেশ রেলের অ্যাডভাইসর হিসেবে ছিলেন। কলকাতা থেকে ঢাকায় মৈত্রী এক্সপ্রেসের উদ্বোধন হয় বাংলাদেশে তাঁরই মেয়াদকালে। পূর্ব রেল, শিয়ালদহ রেলের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের চিফ ভিজিলেন্স ম্যানেজার হিসেবেও কাজ করেছেন। ৮ তারিখ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিন তাঁর নতুন পদে এগিয়ে চললেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঙ্গাসাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী দিবস উপলক্ষ্যে 'অধিকার, মর্যাদায় নারী পুরুষ সমানে সমান' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে সাথে ছিল মানব বন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা সভা। ছাত্রছাত্রীদের মায়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। শিশুদের পরিচর্যা ও শিক্ষায় সাহায্য করার জন্য ৫টি শ্রেণির ৫ জন মাকে আদর্শ মাতা পুরস্কার ও শিশুকন্যাকে আদর্শ শিশুকন্যা পুরস্কৃত করা হয়।

মহিলা পরিচালিত নেতাজি ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুধুমাত্র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত আস্ত একটি মেট্রো রেলস্টেশন। তাও আবার দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার বুকে। নারীদিবস উপলক্ষ্যে দেশে প্রথম মেট্রো চালু হওয়া তিলোত্তমা তাই প্রাণচঞ্চলতার স্পন্দনে ভেসে গেল এই নয়া স্টেশনের মালকিনদের নিয়ে। ভবানীপুর কেন্দ্রে অবস্থিত নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনে পান থেকে চুন খসানোর যাবতীয় কাজ এবার সমর্পণ করা হল মহিলাদের হাতে। হ্যাঁ, এখানে স্টেশন সুপারিন্ডেন্ট থেকে স্টেশন মাস্টার, প্যানেল অপারেটর, পয়েন্ট ম্যান (বলা ভালো পয়েন্ট ওমেন) পোর্টার, বাণিজ্যিক পোর্টার মায় নিরাপক্ষারক্ষীরা পর্যন্ত মহিলা। ব্যস্ত সমস্ত মহানগরীর এক বিশাল জনগোষ্ঠী রোজ সফর করে থাকে এই মেট্রোর মাধ্যমে। যার গুরুদায়িত্ব এখন স্বয়ংসিদ্ধাদের হাতে। নিশ্চিতভাবে কলকাতার মুকুটে নতুন পালক জুড়ল এই পদক্ষেপ।

কোচ রক্ষাণাবেক্ষণে প্রমীলা ব্রিগেড

নিজস্ব প্রতিনিধি: নারী দিবসের দিন উত্তর–পূর্ব ভারত তথা গোটা দেশের মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল পাহাড়ি রাজ্য অসম। এখন থেকে গুয়াহাটি রেল স্টেশনটিতে আগত যাবতীয় ট্রেনের অগণিত কোচের রক্ষণাবেক্ষণ হবে প্রমীলা বাহিনীর নেতৃত্বে। এতদিন পর্যন্ত ১ হাজার প্রয়োজনীয় কর্মচারীর মধ্যে ২০০ জন ছিলেন মহিলা। এবার থেকে পুরোটাই তাঁদের নেতৃত্বে তথা কর্মদক্ষতার দ্বারা পরিচালিত হবে। নিঃসন্দেহে এ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভারত সরকার যখন 'পূর্বে–তাকাও' পলিসি নিয়ে এগোচ্ছেন তখন গুয়াহাটির মতো একটি স্টেশন এভাবে প্রমীলা বেষ্টিত হওয়া অতি অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। প্রসঙ্গত, গুয়াহাটি স্টেশনের পাশাপাশি এদের কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হবে পার্শ্ববর্তী কামাখ্যা, পলটন বাজার, নিউ গুয়াহাটি পর্যন্ত। যাবতীয় ট্রেন এসব স্টেশনে আসা মাত্র রেলের এই নয়া প্রমীলা ব্রিগেডের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীরা ঝকঝকে তকতকে করে একেবারে নিপাট বানিয়ে তুলবেন দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা যাত্রীবাহিত কোচগুলিকে।

বিয়ে রোখা ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মথুরাপুর: নিজেদের বিয়ে রুখে চলে আসা ৪ ছাত্রীকে সংবর্ধনা দিল মথুরাপুরের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুল। নারী দিবসের দিন বৃহস্পতিবার স্কুলের অডিটোরিয়ামে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের ওসি শিবেন্দু ঘোষ, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মায়া মণ্ডল, এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রধান সঙ্গীতা গায়েন,

ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। –নিজস্ব চিত্র

চাইল্ড লাইনের প্রতিনিধি। প্রত্যেককে উপহার হিসেবে মানপত্র, উত্তরীয়, বই, ফুলের স্তবক ও মিষ্টি তুলে দেওয়া হয়। দেখানো হয় বাল্য বিবাহের উপর একটি তথ্যচিত্র।

রফিজা পাইক, মনুয়ারা শেখ, রূপজান ঘরামী ও অর্পিতা অধিকারী। এরা নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। গত এক বছরের মধ্যে এই ছাত্রীদের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পুলিশ আধিকারিকের সহযোগিতায় বিয়ে ভেঙেছে এই ৪ কন্যা। এই বিয়ে ভাঙার জন্য পরিবার ও প্রতিবেশীদের কুকথাও শুনতে হয়েছে এদের। কিন্তু এরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, ১৮ বছরের আগে কোনওমতে বিয়ে নয়। বিয়ে ভেঙে সবাই আবার নিয়মিত স্কুলেও আসছে। প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, গত এক বছর ধরে আমরা ৪ ছাত্রীর বিয়ে রুখতে পেরেছি। সেই মেয়েদের নিয়ে আমরা তৈরি করেছি স্বয়ংসিদ্ধা দল। নিজেদের এলাকায় প্রচার চালাচ্ছে এই দল। এদিন স্কুলের অন্য মেয়েদেরকেও বার্তা দিলাম ওদেরকে নিয়ে।' ওসি শিবেন্দু ঘোষ বলেন, এই এলাকায় পাচার ও নাবালিকা বিয়ে বন্ধের জন্য পুলিস, প্রশাসনের পাশাপাশি পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ খুব জরুরি ছিল। এদিন সেরকম ৪ পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়ায় আমি খুশি।' এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়াদের চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয়।

নিজস্ব প্রতিনিধি: বুধবার নারী দিবস উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল কুচিনা ফাউন্ডেশন এবং আমেরিকান সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে। দেশ গড়ার এক প্রধান শক্তি নারী শীর্ষক এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন রত্নাবলী রায় যিনি ২০১৬ সালে অ্যালিসন ডিস ফরগিস পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। এবং ট্রুসি অ্যাট অঞ্জলি নামে মানসিক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের কমিশন ফর উওম্যানের সদস্য প্রফেসর মারিয়া ফরনানডেজ, ইউএস কনসুলেটের পাবলিক অ্যাফেয়ার্স দফতরের সদস্যা শুভশ্রী সেনগুপ্ত, জবলা অ্যাকশন অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা বৈতালি গাঙ্গুলী, কুচিনা ফাউন্ডেশনের সদস্য বাপ্পাদিত্য মুখার্জি সহ দু'জন কুচিনা কৃতিকা টুম্পা অধিকারী এবং সরস্বতী আড়োরা। সকলেই নারীদের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।

মাঙ্গলিকী

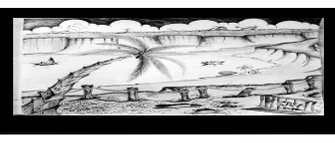

শব্দ কিরণের জীবনানন্দ সভাঘরে উজ্জ্বল সাহিত্য বাসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৭ জানুয়ারি উপরোক্ত অনুষ্ঠান ছিল অতি উষ্ণ পারিবারিক অনুষ্ঠান— শব্দ কিরণ সাহিত্য পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী প্রকৃতই যেন এক 'পরিবার'। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সবার উষ্ণ আলাপচারিতা, 'পরিবার' এই একমাত্রিক কথাটি মনে করিয়ে দিল এই প্রতিবেদককে।

এদিন মঞ্চে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আসন গ্রহণ করেন পিয়ালি বসু, নুপূর বসু, ঋষিণ মিত্র, ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন। প্রথমে আন্তরিক স্বাগতঃ ভাষণ দিলেন পত্রিকার সম্পাদক, প্রবন্ধক সমরজিৎ চক্রবর্তী। এরপর উদ্বোধনী সঙ্গীত 'আলোকের এই ঝর্ণা ধারা' পরিবেশন করলেন ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী। এরপর সংগঠনের সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধন তাঁর ভাষণে প্রাসঙ্গিকভাবেই ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা, নেতাজি সুভাষ চন্দ্রকে ছুঁয়েই শব্দ কিরণ ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার অনাবাসী বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কথাই বললেন। অনুষ্ঠানের এক ঘেয়েমি দূর করবার জন্যেই বিভিন্ন জনের ভাষণের মধ্যে মাঝে মাঝে ছিল কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পীদের বিভিন্ন পরিবেশন। যেমন বিনয় ভড় পড়লেন ভালো স্বরচিত কবিতা, 'ইচ্ছাপূরণ', স্মৃতি মাধুরী দাসের অনবদ্য আবৃত্তি রাম বসুর কবিতা 'পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে', অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, 'ছুঁয়ে দিলাম', তরুণ প্রতিভাবান কবি দেবজিৎ দেবের স্বরচিত কবিতা 'বসত' সবার মন ছুঁল। ক্ষুদে আবৃত্তিকার জিনিয়ার আবৃত্তি বুঝিয়ে দিল যে আগামী দিনে আমরা পাবো এক উজ্জ্বল আবৃত্তিকারকে। ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান হিসাবে সবারই ভালো লাগলো ক্লাস নাইনের ছাত্র ক্ষুদে জাদুকর স্পন্দনের ম্যাজিক। মাঝে শব্দকিরণ পত্রিকা নিয়ে ভাষণে উজ্জ্বল ছিলেন অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়, পিয়ালি বসু। আবার ভালো লাগলো নুপুর বসুর নিবেদন শরৎ পণ্ডিতের কবিতা পাঠ। সুজিত দেবনাথের স্বরচিত কবিতা 'শিখিয়ে ছিলেন' এক কথায় বলা যায় 'সিগনেচার পিস' রচনা। কবিতা পাঠের আগে তিনি শব্দ কিরণের বিষয়ে একটি দামি কথা বললেন, 'শব্দ কিরণে সবার আবাহন আছে, বিসর্জন নেই'।

এরপর 'শব্দকিরণ' পত্রিকার বইমেলা সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটল। সভার সভাপতি শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র বললেন, শব্দকিরণ তাঁর 'আপনজন'। পরে তিনি শোনালেন তাঁর বিপ্লবী চেতনা সমৃদ্ধ শাশ্বত গান, 'এমন দিন আসবে রে ভাই'। এদিন আসরে উপস্থিত ইংরাজি সাহিত্যানুরাগী ইংরেজ রণ চ্যাটাবার্ন (৮৫) কে মঞ্চে এনে হাতে পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনি পড়লেন গানের সুরে সমৃদ্ধ একটি কবিতা, 'হিপোপটেমাস'। মঞ্চে এদিন কবি সবিতা বেগমকেও পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। আবার কবিতার কথায় এলে বলা যায় ভাল লাগল ঝুনু ভৌমিকের কবিতা 'অদৃশ্য বাতিদান'। পরে তিনি অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সবিতা বেগম শব্দকিরণের সাথে তাঁর পারিবারিক যোগাযোগের কথা বলেন, শোনালেন স্বরচিত ভালো কবিতা 'নির্যাতিতা যুগে যুগে'। সুকুমার মণ্ডলের নিবেদন রম্য রচনা 'এলোকেশীর দাঁত' যথারীতি হুল্লোর তোলে সভাঘরে।

এদিন আসর চলে রাত্রি ৯টা অবধি। আরও বহু কবি, সঙ্গীত শিল্পী আসরে অংশগ্রহণ করেন। এককথায় বলা যায়, শব্দ কিরণের এই আসরের কথা এই প্রতিবেদকের অনেক দিন মনে থাকবে 'এক সুশৃংখল, ছিমছাম অনুষ্ঠান হিসাবে।'

সংযোজন : পত্রিকা গোষ্ঠীর সভাপতি ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বর্ধনের ভাষণের প্রাসঙ্গিক হিসাবেই উল্লেখ করা যায় এদিন আসরে উপস্থিত বিশেষ অতিথি পিয়ালি বসু আয়ার্ল্যান্ড থেকে আসেন। তিনি শব্দকিরণের মাধ্যমেই সমরজিত পুষ্পা চক্রবর্তীর (পত্রিকার সহকারী সম্পাদক সুপ্রবন্ধক') আপন বৌদি হয়ে উঠেছেন– 'আপনার থেকেও তিনি এখন আপন।' সুতরাং ড. বর্ধনের বক্তব্য কোনও গল্প কথা নয় যথার্থ কথা।

আলোর ঝর্ণা উদ্যানের লিটল ম্যাগাজিন মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতাঃ বসিরহাট মহকুমা ভাষাচর্যা পরিষদ ও শ্রাবস্তীর ব্যবস্থাপনায় তিনদিন ব্যাপী একটি লিটল ম্যাগাজিন মেলা ও চিত্রভাস্কর্য প্রদর্শনী হতে চলেছে সুদূর বসিরহাটে, এই সংবাদটি পেয়ে কৌতূহল বশত ২৩ ফেব্রুয়ারি বেলা একটায় পৌঁছে গিয়েছিলাম টাউন হল সংলগ্ন আলোর ঝর্ণা উদ্যানে। মেলা প্রাঙ্গণটি ইছামতী নদীর একদম তীরে অবস্থিত। অপূর্ব দৃশ্য! তখন জোরকদমে শিল্পী বিপ্লব মণ্ডলের পরিচালনায় প্রস্তুতি পর্ব চলছে। আয়োজকের প্রতিনিধি হয়ে ব্যাসদেব গায়েন অংশগ্রহণকারীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। এই মেলা কী ভাবে শুরু? এই প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, ২১ ভাষাচর্যার কার্যক্রম বজায় রাখার উদ্দেশেই এই মেলার সূচনা। সঞ্জয় হালদারই এই প্রস্তাব করেন এবং গৌতম চক্রবর্তী পূর্ণ সমর্থন জানান। গৌতমবাবুর অনুরোধে ব্যাসদেব গায়েন বিভিন্ন পরিচিত অপরিচিত পত্রপত্রিকাদেরকে মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান।

এই মেলা প্রথম শুরু হয় ২০১৬ সালে। ভাষাচর্যা পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল শাশ্বত আলাপন ও মন শর। তখন নাম ছিল বসিরহাট মহকুমা লিটল ম্যাগাজিন মেলা'। প্রথমবার অংশ গ্রহণ করে দূরের ২০টি পত্রপত্রিকা এবং কাছের ৫, সব মিলিয়ে ২৫টি পত্রপত্রিকা। ২০১৭ সালে এর সঙ্গে মেলাতে

যুক্ত হয় শ্রাবস্তী চিত্র প্রদর্শনী। ২য় বছর বেশি সারা পাওয়া যায়। দূরের ৪৫ এবং কাছের মিলিয়ে মোট ৬০টি পত্রপত্রিকা। ৮টি স্টল ফাঁকা ছিল। এ বছর উপস্থিত ছিল দূরের ৭০টি পত্রপত্রিকা এবং বসিরহাটের ১২টি পত্রপত্রিকা। এই মেলার একটি বৈশিষ্ট যা উল্লেখ না করলে আয়োজকদের আতিথেয়তার প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন ভোজন থেকে শুরু করে ২৬ ফেব্রুয়ারির প্রাতঃরাশ পর্যন্ত বিনামূল্যে থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করেছেন।

এই মেলার বিপুল ব্যয়ভার কী ভাবে সংগ্রহ হয় তা আমার কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাস্য ছিল। ভাল কাজে অর্থের অভাব হয় না জেনেও ওনাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম। জানা যায়, সদস্যমণ্ডলীর চাঁদা, বিজ্ঞাপন ও সদস্যদের এককালীন অনুদান থেকে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তাতেই ব্যয়ভার মেটানো সম্ভব হয়। কখনও সরকারের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল কিনা জানতে চাওয়াতে উত্তর পেলাম, না'। কারণ ওনারা বিশ্বাস করেন সাহিত্য চর্চা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত থাকাই মঙ্গল।

সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোদাখালিতে বিপ্লবতীর্থ বুড়ুলে হাই স্কুলের সভাগৃহে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে অনুষ্ঠিত হয় সৃজনী ভারত

পত্রিকার সাহিত্য উৎসব। উদ্বোধন করেন নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ এবং ফলতা লিটারেচার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সুমিত মোদক। উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক গণেশ ঘোষ, কবি ও সাহিত্যিক সিদ্ধার্থ সিংহ, অমৃতলাল পাড়ুই, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু ব্যানার্জী, অ্যাথলিট সোমা বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। সৃজনী ভারত সাহিত্য পুরস্কার পান নৃপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, অমল শূর, অমিয় দাস, প্রণবকুমার পাল ও বিমল পণ্ডিত। সারাদিন ধরে চলে কবিতা পাঠ ও সাহিত্য আলোচনা। এমন একটি অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য সৃজনী ভারত পত্রিকার কর্ণধার অভিজিৎ বেরার প্রশংসা করেন সকলে।

মানিকতলা দলছুটের নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানিকতলা দলছুট একটি ভিন্ন ধারার থিয়েটার সংস্থা যাঁরা দীর্ঘ ৯ বছর ধরে কাজ করে চলেছে বৃদ্ধ, পথশিশু, অনাথ শিশু, প্ল্যাটফর্ম শিশুদের নিয়ে। এই দলটি ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে নাটক ও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের জন্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে স্কুল, কলেজ, পাবলিক সেক্টর, সরকারি সংস্থা প্রভৃতি জায়গায় শিশু ও তরুণদের নিয়ে নিয়মিত নাট্য চর্চা করে। শুধু নাট্যপ্রেমী নয় নাট্য বিমুখদের নাট্যব্রতী করে তোলাই এই নাট্যদলের ব্রত। আর সেই কারণেই জেলার মহিলাদের নিয়ে শুরু হল প্রথম উদীয়মান নারী নাট্য মঞ্চ।

এই নাট্য উৎসব প্রতি বছর এক একটি করে জেলায় যাওয়ার ভাবনা রেখেছে। এই বছর হাওড়া জেলার ভোলাগিরি কলামন্দিরে ২ থেকে ৪ মার্চ তিন দিন ব্যাপী ৮টি নাট্যদল তাদের প্রযোজিত নাটক উপস্থাপন করে।

২ মার্চ ২০১৮ ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিটে। সন্ধ্যা ৬.০০টায় অনুষ্ঠিত হয় ক্রিয়েটিভ ডান্স ওয়ার্কশপ। প্রযোজনা–নৃত্যনাট্য পরমা প্রকৃতি, নির্দেশনা ড. শেলী পাল। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে কথক পারফরমিং রেপার্টয়্যার, (হাওড়া), প্রযোজনা – প্রকৃতি, নাটক/নির্দেশনা– কৃতি মজুমদার। সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শিল্পী এ্যান আর্ট দে রিদম (হাওড়া), প্রযোজনা –নৃত্যনাট্য তুমি, নির্দেশনা মালা সেন। ৩ মার্চ সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় ইয়ং নাট্যসংস্থা–সিউড়ি (বীরভূম) নিবেদিত প্রযোজনা রঞ্জন আসবে ফিরে, নাটক/নির্দেশনা সরস্বতী দাস। সন্ধ্যা ৭–৩০ মিনিটে এই বাংলার মাটিতে কালচারাল অর্গানাইজেশন প্রযোজনা– পাগলা দাশু, নাটক–

শুভ দাশগুপ্ত, নির্দেশনা– সুরঞ্জনা ঘোষ। ৪ মার্চ বিকাল ৫–৩০ মিনিটে জলপাইগুড়ি দর্পণ নাট্য গোষ্ঠীর প্রযোজনায় বনজোছনা, নাটক মনোজ মিত্র, নির্দেশনা রীনা ভারতী। সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে ইলোরা নাট্য দল (পূর্ব বর্ধমান), প্রযোজনা লাশ, নাটক মলয় ঘোষ, নির্দেশনা রেণী চৌধুরী। সন্ধ্যা ৭–৩০ মিনিটে রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা, গোবরডাঙা, প্রযোজনা চাবি, নাটক শৈলেশ ঘোষ, নির্দেশনা ঋতুপর্ণা মুখার্জী।

২০১৯এ আমরা বীরভূম জেলায় সম্ভবত ৮ থেকে ১১ মার্চ এই উৎসব করব, একথা জানালেন মানিকতলা দলছুটের সভাপতি মিঠু দে।

দঃ ২৪ পরগনা গ্রামীণ পত্র–পত্রিকা সমিতির বার্ষিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ রবিবার পশ্চিম পুটিয়ারী তরুণ দল ক্লাব ঘরে সারাদিনব্যাপি সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আঞ্চলিক শাখা–সংগঠনটির উদ্যোগে এটি ছিল ২১ তম বর্ষের বার্ষিক সভা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত তথা আশেপাশের জেলা (উত্তর ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর) থেকে বহু কবি–সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। মূল সংগঠনের সম্পাদক অমৃতলাল পাড়ুই এদিনের সভার বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন। হাজির ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সুকুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, সাহিত্যিক তারাশংকর দত্ত, আলিপুর বার্তার সিনিয়র রিপোর্টার অরুণ ব্যানার্জী।

স্বাগত ভাষণ দিলেন তারাশংকর দত্ত । সভার সূচনায় সম্প্রতি–প্রয়াত জেলার দুই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ফণীভূষণ হালদার ও কিশোরী মোহন নস্করের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দু–মিনিটের নীরবতা পালন করা হল। অনুষ্ঠানের নানা পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন বাবুরাম কর্মকার, শ্যামল বিশ্বাস, মালা চন্দ, অঞ্জলি চক্রবর্তী, পিউ মুখার্জী, লতা দত্ত, কাকলি চৌধুরী ও মিনু প্রধান।

কবিতা পাঠ করলেন আব্দুল হান্নান (কুলপী), তাপস মাইতি (কাকদ্বীপ), সুব্রত সুন্দর জানা (গণেশনগর), ভীম ঘোষ (ফলতা), কানন পোড়ে/দেবনাথ পোড়ে (আমতলা) সহ আরও প্রায় তিরিশ জন কবি। অণু গল্প পাঠ করলেন আরতি দে, সনত ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়। ভগিনী নিবেদিতা শীর্ষক স্বরচিত নিবন্ধ পাঠ করলেন প্রবীর নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করলেন তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল, তারাশংকর দত্ত ও অরুণ ব্যানার্জী।

গোবরডাঙ্গা রঙ্গ মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ''গোবরডাঙ্গা রঙ্গ মহোৎসব'' গোবরডাঙার একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্য উৎসব। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ আদিবাসী নৃত্য এবং ঢাকের মাধ্যমে এই উৎসবের শুভ সূচনা করেন রাজ্য সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সচিব ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ভট্টাচার্য, গোবরডাঙা পুরসভার দুই কাউন্সিলর বিশ্বনাথ বিশ্বাস ও সঞ্জয় মন্ডল এবং রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় বলেন – রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা পিছিয়ে পড়া ঘরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেভাবে নিয়মিত নাট্য চর্চায় রয়েছে তা দৃষ্টান্ত মূলক। মঞ্চের অভাবে অনেক নাট্যদল নিজের নিজের স্পেস্ করে নিয়েছে। বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশ ভট্টাচার্য বলেন এইভাবে প্রত্যন্তর গ্রামের মধ্যে এক নাট্য উৎসব এক অভিনব প্রয়াস।

রঙ্গ মহোৎসবের প্রথমদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম নাটক 'নৈহাটি সময় ১৪০০' পরিবেশন করেছে ''রি–ফুলশয্যা'', নাট্যকার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশনা অলোক বিশ্বাস মজার ফ্যান্টাসিতে মোড়া একটি সুন্দর নাটক দর্শকদের মন জয় করে। দ্বিতীয় নাটক 'গোবরডাঙা মৃদঙ্গম'–এর ''নিকট গঙ্গা'', নির্দেশনা বরুণ কর। বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েন এই নাটকে ফুটে উঠেছে। উপস্থিত দর্শক সাধারণ নাটকটি খুব উপভোগ করেছেন। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ বিকেল তিনটেয় বসেছিল থিয়েটারের আড্ডা। আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন মৈনাক সেনগুপ্ত, সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, জীবন অধিকারী, ইন্দ্রজিৎ পাল, বিশ্ববন্ধু চৌধুরী, রণেন চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ বিশ্বাস, শুভাশিষ রায় চৌধুরী এবং আসাম রেপ্লিকা দলের পরিচালক রূপজ্যোতি মাহান্ত ও তাদের অভিনেতাবৃন্দ। ওইদিন বিকেল তিনটার সময় ছিল স্কুল শিশুদের নাটক। কুঠিপাড়া জিএসএফপি. বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা পরিবেশন করে নাটক ''রাজা ও রানী''। নাট্যকার অসিত দালাল নাটকটি পরিচালন করেন সুরজিৎ বিশ্বাস এবং স্মৃতি চক্রবর্ত্তী। ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ৬টা ৩০মিঃ থেকে মূল মঞ্চে প্রথম নাটক পরিবেশন করে দুর্গাপুর 'সম্ভাবনা', নাটক – ''খুঁটি'' বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নাটকটি দর্শকদের মন জয় করে। নাট্যরূপ ও পরিচালনা – সোমনাথ হাজরা। ২৪শে ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় নাটক – আয়োজক সংস্থা অর্থাৎ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ''কংস বধ পালা'' রচনা ও নির্দেশনা – বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য। 'কংস বধ পালা' গ্রাম বাংলার যাত্রাকে নির্ভর করে নির্মাণ এই নাটক আপামর সকল দর্শককে মুগ্ধ করেছে। এই দিনের শেষ নাটক উদিচি গোবরডাঙার নাটক স্বগোক্তি। রচনা ও অভিনয়ে মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী, নির্দেশনা – জয়দীপ বিশ্বাস।

২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা নিবেদীতা শিশু তীর্থে অনুষ্ঠিত হয় ''অঙ্কন মেলা''। প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ১৭০ জন শিশু–কিশোর অংশ নিয়েছে এই অঙ্কন মেলায়। সকাল ১০টা ৩০মিনিটে শুরু হয় সেমিনার, বিষয়

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যর পরিচালিত নাটক কংস বধ পালার একটি দৃশ্য।

– ''এই সময়ের শৈশব ও শিশুরা''। বক্তব্য রাখেন চেতলা কৃষ্টি সংসদের পরিচালক পিনাকী গুহ, ভাবনা থিয়েটার পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষক অভীক ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক শান্তনু দে। সঞ্চালক ছিলেন নাট্য অভিনেতা পরিচালক মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী। এই সময়ের শিশুদের শৈশব হারিয়ে যাচ্ছে, শিশুরা আজ বিপন্ন ! অত্যাধিক পড়ার চাপে শিশুরা দিশেহারা। শিশুদের প্রতিকারের জন্য অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে চাপিয়ে দেওয়া নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। উপস্থিত সকল অভিভাবক এই সেমিনার থেকে শিশুদের নতুনভাবে তৈরি করার অঙ্গীকার করেছে। ২৫ তারিখ বিকাল ৩টায় নির্ধারিত থিয়েটার আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন বিশ্ববন্ধু চৌধুরী, চিত্র পরিচালক – অভিজিৎ গুহ, শৈবাল মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী বণিক, সুদীপ্ত ভুইয়াঁ, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, প্লাবন বসু, বিরাজ রায় চক্রবর্ত্তী, শীর্ষেন্দু দে, জয়েশ ল, মোঃ সুজন আলী, সাইফুল ইসলাম সহ বাংলাদেশের নাট্য কর্মী, তাপস দাস, অরিন্দম দে, নীল কৌশিক, কৃতি মজুমদার, শুভজিৎ মল্লিক এবং বরুণ কর। ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে শুরু হয় নাটক। প্রথম নাটক কলকাতা ক্যানডিড থিয়েটারের প্রযোজনা ''জিন ঘটিত'' নির্দেশনা সুদীপ্ত ভূইয়াঁ। দ্বিতীয় নাটক আসাম রেপ্লিকা তাদের প্রযোজনা ''বাউ এড়িয়া সালনি'' রচনা ও নির্দেশনা রূপজ্যোতি মাহান্ত। অসাধারণ একটি নাটক পরিবেশন করে আসাম রেপ্লিকা। অগনিত মানুষ তাদের নাটক দেখে আপ্লুত। ওই দিন শেষে পরিবেশিত হয় পুতুল নাটক পরিবেশন করে 'খাঁটুরা শিল্পাঞ্চলি', পরিচালনা শঙ্খব্রত বিশ্বাস। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৩টায় থিয়েটার আড্ডায় অংশ নিয়েছিলেন মলয় বিশ্বাস, বিশ্ববন্ধু চৌধুরী, ময়ল ঘোষ, সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, প্রবীর গুহ, দীপান্বিতা বণিক দাস, প্রতুল কুন্ডু, আশিস দাস, বিধানচন্দ্র হালদার, ডঃ সৌমিত্র বসু ও বাংলাদেশের অভিনেতা অভিনেত্রীরা। ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টা ৩০মিনিটে পরিবেশিত হয় মূকাভিনয়। পরিবেশেন করে হালিশহর 'রংতাল থিয়েটার' মূকাভিনয় ''ম্যাসেজ পার্লার'', নির্দেশনা – রতন চক্রবর্ত্তী, নাট্য উৎসবে মুকাভিনয় দর্শকদের বেশ ভালো লাগে। এইদিন দ্বিতীয় নাটক পরিবেশন করে – 'গোবরডাঙা শিল্পায়ণ'। তাদের প্রযোজনা কথকতার লালন ''পড়শি'', রচনা – উৎপল ফৌজদার, নির্দেশনা – আশিস চট্টোপাধ্যায়।

উৎসবের শেষ দিনের শেষ নাটক পরিবেশিত হয় বাংলাদেশের ঝিনাই দহের নাট্য দল ''অঙ্কুর নাট্য আকাডেমি'' নাটক – ''সুন্দর'', রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা সৌরভ চট্টোপাধ্যায়। বাংলাদেশের এই নাটক উপস্থিত দর্শকদের মন জয় করে নেয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬:৩০ মিঃ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার নৃত্য বিভাগের নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। নৃত্য পরিচালনা করেন ঋতুপর্ণা মুখার্জ্জী। গোবরডাঙার মানুষ একত্রিতভাবে চারদিন এই গোবরডাঙা রঙ্গ মহোৎসবকে একটি মহোৎসবে পরিণত করেছে। এই উৎসবের শেষ দিনে, উৎসবে উপস্থিত নাট্য বন্ধু ও বাংলাদেশের নাট্য বন্ধুদের নিয়ে গোবরডাঙার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করানো হয়। সবমিলিয়ে এই গোবরডাঙা রঙ্গ মহোৎসব গোবরডাঙায় আপামর মানুষের উৎসব হয়ে উঠেছে।

কলকাতা পেন্টার্স একজিবিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সৃষ্টি অভিবন্দনা 'কলকাতা পেন্টার্স একজিবিশন' নামক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। রবীন্দ্রসদনের গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়ে।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অতীন বসাক। এছাড়াও অন্যান্য দিন উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রূপচাঁদ কুন্ডু ও মেট্রোরেলের ডিজিএম প্রত্যুষ ঘোষ। এই একজিবিশনের নাম 'কলকাতা পেন্টার্স একজিবিশন' কারণ এক বিশেষজ্ঞ হল প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীরা হলেন 'কলকাতা পিনকোডের'। ২৭ জন শিল্পীদের নিয়ে এই একজিবিশন সাফল্যের সাথে সম্পূর্ণ হয়েছে। বেশিরভাগ ছবিতেই বিভিন্ন চরিত্রের পোর্ট্রেট দেখা গিয়েছে। এছাড়াও সিনারিও ছিল চোখে পড়ার মতন।

বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গিরিশ বরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৮৪৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রণম্য নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে বিবেকানন্দ সোসাইটিতে গিরিশচন্দ্রকে স্মরণ করা হল শ্রদ্ধার সঙ্গে এক গীতি আলেখ্য'র মাধ্যমে। আলেখ্যটির শিরোনাম : 'ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র'। কথায় ও গানে সেই আলেখ্য আমাদের উপহার দিলেন বিবেকানন্দ সোসাইটির আজীবন সদস্য প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচ্চিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পী গিরিশচন্দ্রের জীবনের বহু বিখ্যাত ঘটনাগুলিকে তুলে ধরলেন এই আলেখ্যে। অবধারিত ভাবে এসেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা, নটী বিনোদিনী, গিরিশের পিতা–মাতা–স্ত্রী সন্তানাদির প্রসঙ্গে। এই আলেখ্যতে তিনি পরিবেশন করলেন যেমন করে হরের ঘরে, জয় শিবশঙ্কর, কেশব কুরু করুণাদীন, ডিমিকি ডিমিকি ডিমি, সখী গৌরাঙ্গ গড়িল কে, ওঠা নামা প্রেমের তুফানে, ওমা কেমন মা তা কে জানে, দুখিনী ব্রাহ্মণী কোলে প্রভৃতি বিখ্যাত গান গুলি। তাঁকে তবলায় ও খোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস ও পার্কাসানে অরুণ দত্ত। শ্রোতারা এই আলেখ্য'র মাধ্যমে যে সমৃদ্ধ হলেন, তা বলাই বাহুল্য।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

আমাদের প্রতিনিধি ● উত্তর ২৪ পরগনা : কল্যাণ রায়চৌধুরী –৯০৫১২০৮৪৬০/ হুগলি : মলয় সুর –৮৪২০৩৩২৭৯৬/ পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর : পুলক বড়পন্ডা – ৯৬৩৫৯৮৫৫৭০/বীরভূম: অভীক মিত্র–৮১১৬৪৮৭০৪৬

ভারতীয় ফুটবল আকাশে জন্ম নতুন তারা মিনার্ভার

অরিঞ্জয় মিত্র

ভারতীয় ফুটবল জগতে নতুন তারার আবির্ভাব ঘটল আরও একবার। বেঙ্গালুরু এফসি, আইজল এফসি'র পর এবার নতুন ভারত সেরার নাম মিনার্ভা এফসি। বস্তুত জেএসটির প্রথম আই লিগ জয়ের দীর্ঘকাল পর ফের পাঞ্জাবের এই অখ্যাত টিম কামাল করল মাত্র বছর দুয়েকের উপস্থিতিতে। এরসঙ্গে পাহাড়ের আরও একদল নেরোকার রানার্স হওয়ার কথাও বিশেষ উল্লেযোগ্য। এতেই প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে বাড়ছে, ভারতীয় ফুটবল বাড়ছে। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে তার এই শ্রীবৃদ্ধি। এবার যে জায়গা থেকে আই লিগের মীমাংসা হল তা চলে গিয়েছিল চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স পর্যায়ে। মিনার্ভা ও নেরোকার পাশাপাশি ক্ষীণ আশা ছিল কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানেরও। সেজন্যই চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার এই ৩ ম্যাচ একদিন একসময়ে ফেলা হয়েছিল আইএফএফ-এর উদ্যোগে। মিনার্ভা চার্চিলকে হারালে তারা যে চ্যাম্পিয়ন তা জানাই ছিল । আর সেটাই করে দেখাল তারা। ফলে অন্যদের রেজাল্টের কোনও তাপউত্তাপ চোখে পড়ল না মিনার্ভার ওপর। অপরদিকে লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা আরও করুণ। পাহাড়ি দল নেরোকা ব্রিগেডের সঙ্গে কোনওমতে ড্র করলেও একেবারে চতুর্থ স্থানে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল। মাঝখান থেকে পিকচারের বাইরে থেকে উঠে এসে তৃতীয় হয়ে মোহনবাগান অনেকটাই সম্মান বজায় রাখতে সক্ষম হল।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু

আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তাও এর মাঝে গত ৪-৫ বছর নিজেদের ফুটবল মান যথেষ্ট ওপরে তুলে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে মোহনবাগান। একবার আই লিগ জেতা ছাড়াও অল্পের জন্য দু-দুবার ভারত সেরা এই টুর্নামেন্ট মিস করে গিয়েছে বাগান। তবে এই বছর ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই ভালো খেলছে আই লিগে। বস্তুত আই লিগের অন্যতম দাবিদারও হয়ে উঠেছে লাল-হলুদ জার্সিধারীরা।

তবে শেষ পর্যন্ত ওস্তাদের মার শেষ রাতে দেখিয়ে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডও দ্রুত উঠে এসেছে ওপর দিকে। তাও এবার মিনার্ভা ও নেরোকা যেভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে আগাগোড়া তা প্রশংসার দাবি রাখে। পাশাপাশি মোহনবাগানের পক্ষে আরও একটা বলার মতো কৃতিত্ব হল তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলে অ্যাওয়ে ও হোম দুটি ম্যাচেই হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শেষ ম্যাচটিতে বাগান যেভাবে খেলেছে তাতে ৬ গোলে জেতাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই রেকর্ড নিজেদের ঝুলিতে পুরতে ব্যর্থ হয়েছে মোহন ব্রিগেড।

গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়ী পলতা কল্যাণ এফ সি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাটে আয়োজিত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল উত্তর চব্বিশ পরগনার পলতা এফ সি। ৪ মার্চ দাঁইহাট হাইস্কুল ময়দানে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় পলতা কল্যাণ এফসি পরাজিত করে নদিয়ার কল্যাণী দেশবন্ধু সংগঠনকে। এদিনের সেরা খেলোয়াড়ের শিরোপা ছিনিয়ে নেন বিজয়ী দলের বিধান বালা। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন কল্যাণী দেশবন্ধু সংগঠনের ভোলা প্রসাদ। এদিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি খেলায় কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। পরে টাই ব্রেকারে ৫-৪ গোলের ব্যবধানে পলতা কল্যাণ এফ সি বিজয়ী হয়। দাঁইহাট এস আর ফুটবল আকাদেমির পরিচালনায় এই টুর্নামেন্টে বিজয়ী দলকে রামীদেবী মেমোরিয়াল উইনার্স কাপ এবং বিজিত দলকে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রানার্স কাপ দিয়ে সম্মানীত করা হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের পাঁচটি জেলা থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। এদিন চূড়ান্ত পর্বের খেলা উপলক্ষ্যে মাঠে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নরেশচন্দ্র মণ্ডল, দাঁইহাট পুরসভার একাধিক কাউন্সিলর সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সেইসঙ্গে অসংখ্য ক্রীড়ামোদীর উপস্থিতিতে খেলার প্রথম থেকেই ময়দান ছিল সরগরম। উপস্থিত সকলেই দাঁইহাটে ফুটবলের উন্নতিতে প্রয়াত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানকে এদিনও স্মরণ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বাংলার কৃতী ফুটবলার শান্তা ধাড়া

মলয় সুর : ২০০১ সালের মার্চ মাসে রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে মেয়েদের ফুটবল লিগে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। মেয়েদের ডার্বি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একমাত্র গোল করেছিলেন শান্তা ধাড়া। পরের বছর মোহনবাগানের জার্সিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের জালেও বল জড়ান তিনি। জেতান বাগানকে। আইএফএর মেয়েদের লিগ থেকে অনেক দিনই নাম তুলে নিয়েছে দু'দলই। কিন্তু শান্তার নাম রয়ে গিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সেই শান্তা এখন কী করছেন। তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে হাওড়া চ্যাটার্জী হাট বাজারের সংলগ্ন গলির ভিতর শান্তার দিদি অঞ্জলি পাত্রর টিনের চালার এক কামরা ভাড়া বাড়িতে থাকেন। আসলে তাঁর কোনও থাকার জায়গা নেই। সেই কারণে দিদি জামাইবাবুর কাছেই ছোট থেকেই রয়েছে। শান্তা বাংলার হয়ে মহিলা ফুটবল দলে ২৪ বার প্রতিনিধিত্ব করা দুরন্ত খেলোয়াড়। ১৯৮৭ সালে উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত সাব জুনিয়র ন্যাশনালে শান্ত বাংলার হয়ে প্রথম ফুটবল খেলেন। সেখানে দুটি অনবদ্য গোল করেন। এরপর বাংলার হয়ে জুনিয়র সিনিয়র শিবিরেও গিয়েছিলেন। বছরের পর বছর বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করেছে। ২০০২ সালে মোহনবাগানে থাকাকালীন ১৬টি গোল করে টপ স্কোরার হয়েছিলেন। কিন্তু সে সব করে শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়ে ওঠেনি। হাওড়া চ্যাটার্জী হাট বাজারে তাঁর জামাইবাবু কবি পাত্রর মাছের ব্যবসা। একসময় সেখানে সে সকালের দিকে জামাইবাবুকে

সাহায্য করত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ঘটনা ক্রীড়া সাংবাদিক পার্থ দত্তর চাক্ষুস নজরে আসে। তিনি রাজ্যের যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে পুরো বিষয়টি জানান। পরবর্তী পর্যায়ে মন্ত্রী অরূপবাবু ২০১৭-এর আগস্ট মাসে শান্তাকে হাওড়া যুব কল্যাণ দফতরে গ্রুপ ডি ক্যাটাগরিতে চাকরি দেন। হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর যাতায়াতের জন্য একটি সাইকেল উপহার দেন। তাঁর দিদি অঞ্জলি পাত্র বলেন, ছোট বয়সেই বাবা মা মারা যায়। তারপর থেকে শান্তা আমার কাছেই থাকে। ছেলেবেলা থেকেই ফুটবল খেলত। ছেলেবেলায় বাবা মা মারা যাওয়ার পর লেখাপড়া একদম শেখা হয়নি। তাই তাঁর কিছুই করা হয়নি। তবে এখন অনেকটাই আশাবাদী। বিশেষ করে ক্রীড়া সাংবাদিক পার্থ দত্তর উপর আশা ভরসা ভালবাসা রাখেন। তিনি তাঁর বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শান্তা জানিয়েছেন, ফুটবলে ছোটবেলার কোচ ছিলেন ভুবন দাস। তিনিই ফুটবলের প্রাথমিক স্কিলগুলো রপ্ত করান। তারপর স্বনামধন্য কোচ প্রদীপ ব্যানার্জীর হাত ঘরে প্রয়াত প্রমীলা প্রশিক্ষক অজয় লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে আসার পর তাঁর খেলার ধরণ পাল্টে যায়। একনাগাড়ে অজয়দার প্রশিক্ষণে থাকাকালীন বাংলার প্রমীলা ফুটবল বাহিনী প্রচুর টুর্নামেন্টে জয়লাভ করে নয়া নজির সৃষ্টি করেছিল। উল্লেখ্য, এই গোল মেশিন শান্তার মাথা গোঁজার ঠাঁই খুবই কষ্টকর দুরুহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে তার ঘর ভর্তি ট্রফি, মেডেল ও বিভিন্ন জায়গার শংসাপত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে বৃষ্টির জলে একেবারে অন্য পরিস্থিতির সমস্যা সম্মুখীন হয়েছে। তাই শান্তার করুণ আবেদন কোনও রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রী যদি দয়াবশত সরকারি আবাসনে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেন তাহলে খুবই উপকৃত হয়। ফলে ওই পরিবারের সমস্যা সেই তিমিরেই রয়েছে।

ভেটারেন্স অ্যাথলেটিক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩তম চন্দননগর ভেটারেন্স স্পোটিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সারাদিন ধরে চলা বার্ষিক স্পোর্টস চন্দনগর আজাদ সংঘ মাঠে রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে নানা জায়গা থেকে প্রায় ৮৬ জন পুরুষ ও মহিলা বিভিন্ন বয়সের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। এঁরা ছিলেন মেদিনীপুর, বনগাঁ, বারাসত, হাওড়া, হুগলি থেকে। সবচেয়ে বয়স্ক প্রতিযোগী ছিলেন চন্দননগরের ৮২ বছরের প্রণব কুমার ঘোষ। মোট ৪৬টি ইভেন্ট ছিল। এতে রাজ্য, ন্যাশানাল ও এশিয়া মাস্টারস অ্যাথলিটরা অংশ নেয়। এমন কি ৯ জন ভেটারেন্স অ্যাথলিট এশিয়াড করেছেন তাঁরাও

যোগ দেন। রবিবার সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা করেন এই জমজমাট ভেটারেন্স দৌড় প্রতিযোগিতার মূল উদ্যোক্তা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার নিয়োগী। তাঁরই জন্য এই ধরনের প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বহুদিন ধরে হয়ে আসছে।

৪৫ বছরের মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম ঝর্ণা সরকার ঘোষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে তাপসী ঘোষ এবং পদ্মা ঘোষ। ছেলেদের হিটিং দ্য উইকেটে প্রথম হন অরুণ দাস, দ্বিতীয় পীযূষ কান্তি দাস, তৃতীয় চঞ্চল চ্যাটার্জী। পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক বামাপদ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর পুরনিগমের কাউন্সিলর অনিমেশ ব্যানার্জী, প্রাক্তন ফুটবলার রঞ্জিত চ্যাটার্জী।

জীবনযুদ্ধে জয়ী মৌমিতা

রিম্পি ঘোষ : যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এই আপ্তবাক্যকে সহায় করে বহু মেয়েকে স্বনির্ভর হওয়ার পথ দেখাচ্ছেন কোন্নগর নবগ্রাম বি ব্লকের বাসিন্দা ৩৫ বছর বয়সী মৌমিতা চক্রবর্তী। মৌমিতা দেবী পেশায় ক্যারাটে প্রশিক্ষক। পরিবারে রয়েছেন শাশুড়ি গীতা চক্রবর্তী, দুই মেয়ে সৃষ্টি চক্রবর্তী ও কৃত্তিকা চক্রবর্তী, স্বামী রানা চক্রবর্তী রেলে কর্মরত। এ তো গেল মৌমিতা দেবীর আর্দ্ধেক পরিচয়। কিন্তু তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় হল এশিয়া মহাদেশের অধীনে যত ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হয় সেখান পশ্চিমবঙ্গ অর্থাৎ এই রাজ্য থেকে একমাত্র মহিলা বিচারক হিসেবে মৌমিতা চক্রবর্তী এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। মৌমিতা দেবী জানান, তিনি আদতে ধানবাদের বাসিন্দা, তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা সব সেখানেই। বাবা গোবিন্দচন্দ্র চ্যাটার্জী ছিলেন রেলের কর্মী। মা শ্রীলেখা চ্যাটার্জী গৃহবধূ ও এক দিদি সুস্মিতা রায়কে নিয়ে মৌমিতার ছোট পরিবার ছিল ধানবাদে। সেখানেই অভয়সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীন বিদ্যালয়তেই ক্যারাটেতে হাতে খড়ি তার। যখন মৌমিতা চক্রবর্তী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন তখন মাত্র ষোল বছর বয়সেই তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিনি এসএসএলএনটি কলেজ (ধানবাদ) থেকে পাশ কোর্সে বিকম পাশ করেন। মৌমিতা দেবীর দুই মেয়ে হয়। বড় মেয়ে হওয়ার পর মৌমিতা দেবী শ্বশুরবাড়িতে সবার সাথেই সুখে সংসার করছিলেন। ২০০৬ সালে

মৌমিতা দেবী শ্বশুর বাড়ির সকলের সঙ্গে কোন্নগরে চলে আসেন মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বিয়ে যাওয়ার কারণে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মৌমিতা দেবী ক্যারাটে শেখা বন্ধ রাখেন। ২০০৬ সালে তাঁর ছোট মেয়ে হয়। এরপর বড় মেয়ে সৃষ্টি চক্রবর্তীকে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য একটি সংস্থায় ভর্তি করেন। সেখানেই মৌমিতা দেবীর সঙ্গে পরিচয় হয় সংস্থার প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের। মূলত তারকনাথ সর্দার ও মৌমিতা দেবীর স্বামী রাণা চক্রবর্তীর যৌথ উদ্যোগেই মৌমিতা চক্রবর্তীর পুনরায় ক্যারাটেতে উত্থান শুরু হয়। ২০১১ সালে তিনি ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট সম্পূর্ণ করেন। এর পাশাপাশি তিনি জাতীয়স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনার পদকও জিতেছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা এজি বেঙ্গলে কর্মীদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন মৌমিতা চক্রবর্তী। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ে মেয়েদের আত্মরক্ষায় স্বনির্ভর করে তোলার সরকারি প্রকল্পের অধীনেও মৌমিতা চক্রবর্তী কাজ করছেন। মৌমিতা চক্রবর্তী জানান, তাঁর এই পরিবারের সকলের পাশাপাশি তারকনাথ সর্দারের অবদান অনস্বীকার্য। মৌমিতা চক্রবর্তীর যে ক্যারাটে প্রশিক্ষক ও বিচারক হিসেবে একটি পৃথক সত্ত্বা আছে, পরিচয় আছে তা প্রথম চিনিয়েছেন তারকনাথ সর্দার।

এর সঙ্গে এস সিহানের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেছেন মৌমিতা চক্রবর্তী।

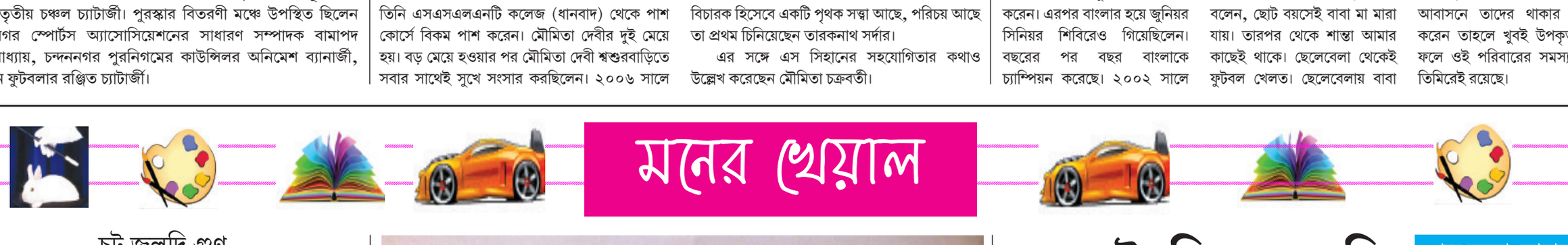

চট জলদি গুণ

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

আলিপুরবার্তা ৫২ বর্ষ, খ্যা ৩৫ম সং ৭ম সংখ্যায় গুণের দু'টি পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। এবার, তোমাদের একটি পদ্ধতি শেখাচ্ছি যার সাহায্যে যে কোনও সংখ্যাকে সহজে ১১ দিয়ে গুণ করতে পারবে। মনে কর, ১৩৪২৫x১১ এর গুণফল নির্ণয় করতে হবে।

প্রথমে সবচেয়ে ডানদিকের অঙ্কটি (এখানে ৫) লেখ। এটি নির্ণেয় গুণফলের একক। এবার প্রদত্ত গুণ্যের একক ও দশকের সমষ্টি যা হবে তা গুণফলের দশকের স্থানে বসাও। তাহলে, এ পর্যন্ত পাওয়া গেল ৭৫। পরবর্তী ধাপে দশক ও শতকের সমষ্টিকে গুণফলের শতকের স্থানে বসাও। এবার গুণফলটি হল ৬৭৫। এভাবে এগোতে থাকলে পাওয়া যাবে ৭৬৭৫, তারপর ৪৭৬৭৫ এবং সবশেষে ১৪৭৬৭৫ (কারণ গুণ্যের প্রথম অঙ্কের বাঁদিকে আর কোনো সংখ্যা নেই)। বোঝানোর জন্য, অনেক কথা বলতে হলেও নিয়মটা কিন্তু বেশ সহজ।

একবার জানা হয়ে গেলে ব। ব। সংখ্যা গুণ করতে পারবে, অতি দ্রুত। আরো কয়েকটি উদাহরণ দেখাচ্ছি।

১৩৪৬৩২x১১=? প্রথমে ২(এককের ঘরে), পরে ৫২, ৯৫২, ০৯৫২ (এখানে ৪+৬ =১০ এর শূন্য বসল, হাতে থাকল ১), এরপর ৮০৯৫২ (৩+৪+দশের ১), ৪৮০৯৫২ এবং সব শেষে ১৪৮০৯৫২।

১৮৩২৫৪৫x১১? প্রথমে ৫, পরে ৯৫, ৯৯৫, ৭৯৯৫, ৫৭৯৯৫, ১৫৭৯৯৫ (হাতে থাকল ১), ০১৫৭৯৯৫ (আবারও হাতে থাকল ১) এবং সব শেষে ২০১৫৭৯৯৫।

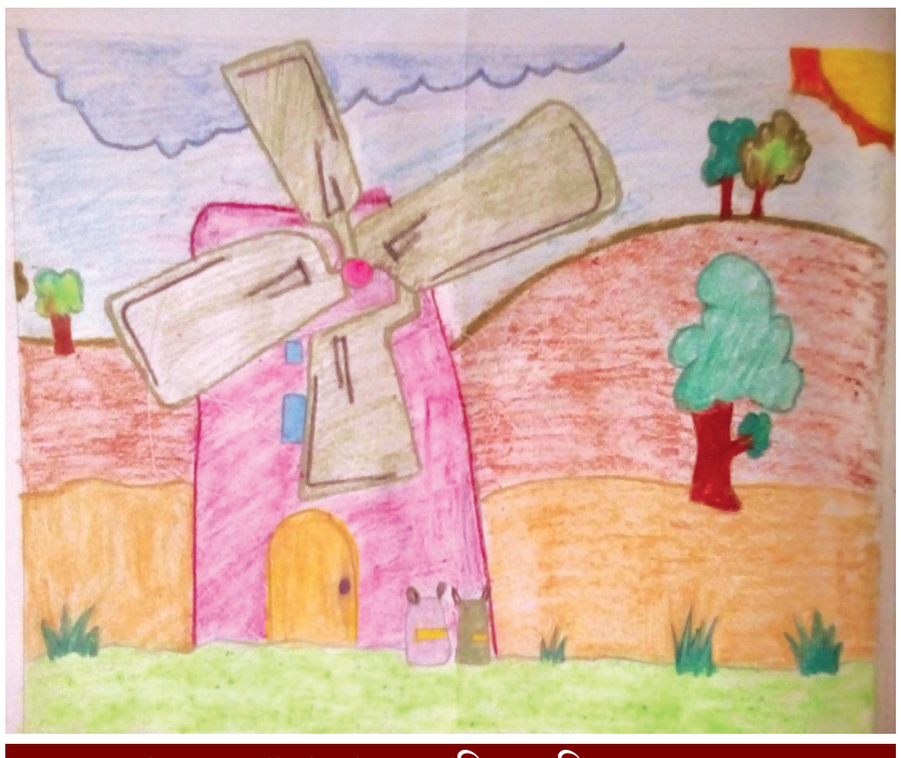

সোহম বড় পান্ডা, পঞ্চম শ্রেণি, কে.ভি.ও.এফ. দমদম

ঘরের তৈরি মোমবাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাজারে বিভিন্ন ধরনের মোমবাতি আমরা দেখতে পাই। বাড়িতে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মোমবাতি জালানো হয়। মোম গলে এক জায়গায় জড় হয়ে থাকে, তাকে তুলে আমরা ফেলে দিই। কিন্তু সেই মোমগুলোকে একজায়গায় জমিয়ে রাখার পর আমরা সেগুলো দিয়ে আবার মোমবাতি বানাতে পারব। কিন্তু কিভাবে? মোম গলিয়ে যে কোনও একটি পাত্রের মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। আর সেই পাত্রে আগে থেকেই প্রমাণ মাপের একটা পলতের সুতো দিয়ে রাখতে হবে। দেখবে মোম জমে যাওয়ার পর আবার তাকে জ্বালাতে পারবে। আবার বিভিন্ন ধরনের করতে পার। যেমন ডিমের খোলার মধ্যে মোম জমানোর পর ওই খোলা গুড়ো করে ফেলে দিলেই দেখবে ওই আকৃতির সুন্দর মোম তৈরি হয়ে যাবে। আবার কমলালেবুর খোসা খুব সন্তর্পণে ছাড়ানোর পর সেই খোসার মধ্যে যদি মোম জমানো যায় এবং তারপর সেই খোসা ফেলে দিলে দেখবে লেবুর আকৃতির মোম তৈরি হবে। এবার এরকম বিভিন্ন ধরনের মোম দিয়ে সাজাতে পার ঘর। বা কাউকে উপহারও দিতে পার।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

তোমাদের মনের খেয়াল কেমন লাগছে। আরও কী কী জানতে চাও? আমাদের চিঠি লেখ বা এস এম এস কর (উপরোক্ত নম্বরে।)

তোমরা ধাঁধা পাঠাও এসএমএস বা ইমেলের মাধ্যমে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com